আত্মসমালোচনা

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

‘তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট’

(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪)

আত্মসমালোচনা

মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আত্মসমালোচনা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১০৪
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

المحاسبة

تأليف: محمد صالح المنجد

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল উলা ১৪৪১ হি.
পৌষ ১৪২৬ বাং
জানুয়ারী ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

Attoshomalochona by **Muhammad Saleh Al-Munajjid**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

‘মুহাসাবা’ বা আত্মসমালোচনা মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। এর মাধ্যমে একজন মুমিন নিজেই নিজের প্রাত্যহিক কর্মসমূহের হিসাব গ্রহণ করে। অতঃপর যে কাজটি উত্তম ও কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তা আগামীতে অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যে কাজগুলি তার নিজের ও সমাজের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়, সে কাজটি পরিত্যাগ করতঃ সাধ্যমত তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করে।

আত্মসমালোচনা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, তেমনিভাবে এটি পরকালীন জওয়াবদিহিতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এর মাধ্যমে নিজের ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে। ফলে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যতে আরো উন্নত ও তাক্বওয়াশীলরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ)* আত্মসমালোচনা বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সাবলীল ভাষায় সারগর্ভ একটি রচনা উপহার দিয়েছেন। যা তাঁর রচিত ‘অন্তরের আমল সমূহ’ (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ১২নং ও সর্বশেষ পুস্তিকা হিসাবে المحاسبة শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটির বঙ্গানুবাদ মাসিক **‘আত-তাহরীক’**-এ ধারাবাহিকভাবে *(আগস্ট-নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ)* প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বরাবরের মত এটিও পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

বইটি পাঠের মাধ্যমে একজন পাঠকও যদি অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জনে অগ্রসর হন, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

লেখকের আরয

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা মহান রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে ছালাত ও সালাম বর্ষিত হৌক তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের সকলের উপর।

মনের হিসাব গ্রহণ মুমিনদের জীবন চলার পথ; তাওহীদপন্থীদের চিহ্ন বা প্রতীক এবং আল্লাহ্র প্রতি বিনীত ব্যক্তিদের পরিচয়। ফলে যে মুমিন তার রবকে সমীহ করে চলে, নিজের কথা ও কাজের হিসাব নেয় এবং তার পাপের জন্য স্বীয় রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে জানে মনের বিপদ ভয়ানক, তার রোগ-ব্যাধি মারাত্মক, তার চক্রান্ত ভয়াবহ এবং তার অনিষ্টতা ব্যাপক বিস্তৃত।

মন প্রতিনিয়ত মন্দের আদেশ দেয়, কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে, অজ্ঞতার দিকে ডাকে, ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলে এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত করে। তবে আল্লাহ যার উপর দয়া করেন সে তার খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সুতরাং মনকে তার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তাহ’লে সে তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার পথে ঠেলে দিবে। যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে প্রবৃত্তি তাকে কুপথে নিয়ে যায়, কুরুচিপূর্ণ কাজের দিকে তাকে আহ্বান জানায় এবং নানা নিন্দনীয় কাজে তাকে লিপ্ত করে।

এজন্য মানুষের উচিত, আল্লাহ্র দরবারে ওযন হওয়ার আগে নিজেই নিজের ওযন করা, তার নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নেওয়া এবং আল্লাহ্র সামনে নিজেকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মানুষের নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ সম্পর্কে যত কথা বলা

হয়েছে আমরা এই পুস্তিকায় তার সামান্য কিছু তুলে ধরতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকাটি 'অন্তরের আমল' সম্পর্কে আমার রচিত বারটি ছোট পুস্তিকার শেষ রচনা। মহান আল্লাহ একটি আলোচনা মাহফিলে আমাকে এগুলো আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আলোচনাগুলো তৈরিতে যাদ গ্রুপের (مجموعة زاد) একদল চৌকস জ্ঞানীজন আমাকে সহায়তা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে আজ তা ছাপার হরফে বের হ'তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

পরিশেষে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট সদাচার, তাক্বওয়া এবং যা তিনি ভালোবাসেন ও যাতে রাযী-খুশী হন তার যোগ্যতা লাভের আবেদন জানাই- আমীন।

-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনার পরিচয়

আভিধানিক অর্থ :

বাংলা ভাষায় হিসাব-নিকাশ দু'টি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। আরবীতে দু'টি শব্দই মাছদার। বাংলায় মাছদারকে ক্রিয়ামূল বা ধাতু বলে। এই হিসাব শব্দেরই আরেকটি প্রতিরূপ মুহাসাবা। শব্দটি বাব مفاعلة-এর মাছদার। এটি 'মাযীদ ফীহ' বা অতিরিক্ত হরফ যোগে গঠিত ক্রিয়ার মাছদার। অভিধান অনুসারে 'মুহাসাবা' ও 'হিসাব' শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে গণনা করা।[১] শব্দটির আরেকটি অর্থ, হিসাব যাচাই করা।[২]

মুজার্রাদ বা মূল শব্দে গঠিত 'হাসিবা-ইয়াহসাবু' ক্রিয়া হ'লে তখন অর্থ হবে- গণনা করল, গুণল। 'হুসবান' ও 'হিসাবাহ' অর্থ গণনা করা।[৩]

পারিভাষিক অর্থ :

মুহাসাবার আভিধানিক অর্থের সাথে পারিভাষিক শব্দের যোগ রয়েছে। সাধারণত নিজের গোনাহ-অপরাধ এবং দোষ-ত্রুটি হিসাব করাকে মুহাসাবা বলে।

মাওয়ার্দী বলেছেন, أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل 'ব্যক্তি রাতের কোন সময়ে তার দিনের কাজগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখবে। যদি সেগুলি ভাল ও প্রশংসনীয় হয় তাহ'লে তা যথারীতি বহাল রাখবে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ সামনে এলে তা করে যাবে। আর যদি তার কাজগুলো নিন্দনীয় হয় তাহ'লে যথাসম্ভব তার প্রতিকার করবে এবং ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকবে'।[৪]

---

১. আত-তাওকীফ 'আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ, পৃ. ৬৪০।
২. মিছবাহুল লুগাত, পৃ. ১৫২।
৩. ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত, ১/৯৪।
৪. মাওয়ার্দী, আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

জনৈক বিদ্বান মুহাসাবার সংজ্ঞায় বলেছেন, قيام العقل على حراسة النفوس من الخيانة فيتفقد زيادها ونقصانها، ويسأل عن كل فعل يفعله لَمَ فعلته، ولمن فعلته؟ فإن كان لله مضى فيه، وإن كان لغير الله امتنع عنه، وأن يلوم نفسه على التقصير والخطأ، وإذا أمكن المعاقبة أو صرفها إلى الحسنات الماحية 'মুহাসাবা হ'ল, মানুষের মন যাতে আমানতের খিয়ানত না করে সেজন্য বিবেককে মনের পাহারাদার নিযুক্ত করা। মন কোথায় বাড়াবাড়ি করছে এবং কোথায় ত্রুটি করছে বিবেক তা খতিয়ে দেখবে। সে তার প্রতিটি কাজ কেন করেছে, কার জন্য করছে তা তাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি কাজগুলো আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হয় তাহলে তা বহাল রাখবে। আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকবে। বর্তমান দোষ-ত্রুটির জন্য মনকে তিরস্কার করবে এবং ঐ দোষ-ত্রুটির প্রতিবিধান সম্ভব হলে কিংবা তা মোচনকারী কোন ছওয়াবের কাজ করতে পারলে তা করবে।

সুতরাং মুহাসাবা হ'ল, নিজের কথা ও কাজের ভাল-মন্দ হিসাব ও যাচাই করে মন্দ যা মিলবে তা সংশোধন করা এবং সৎ ও ভাল যা পাবে তা করে যাওয়া।

আত্মসমালোচনার মূল ভিত্তি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার বান্দাদেরকে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ

তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরা হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*।

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু সা'দী (রহঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন ঈমানের দাবী অনুযায়ী কি গোপনে কি প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাদেরকে শরী'আহ, হুদূদ ও অন্যান্য যেসব বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন তা যেন তারা খুব খেয়াল করে মেনে চলে, কোনটা তাদের পক্ষে আর কোনটা বিপক্ষে যাবে এবং তাদের অর্জিত আমল ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য কতটা লাভজনক হবে ও কতটা ক্ষতিকর হবে তা যেন তারা ভেবে দেখে। কেননা তারা যখন আখিরাতকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও মনের কিবলা বানাবে এবং আখিরাতের অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিবে, তখন যেসব আমলের দরুন তারা আখিরাতে একটি ভাল অবস্থান লাভ করতে পারবে তা করতে উঠেপড়ে লাগবে, আর যে সকল বাধা-বিপত্তি তাদের আখিরাতমুখী আমলের গতি রুদ্ধ করবে কিংবা গতিপথ পাল্টে দিবে তা থেকে তাদের আমল পরিচ্ছন্ন রাখতে তারা সচেষ্ট থাকবে। তদুপরি যখন তারা মনে রাখবে যে, আল্লাহ তাদের সব কাজের খবর রাখেন, তাদের কোন কাজই তার নিকট গোপন থাকে না, কোন কাজই তার কাছ থেকে নষ্ট হয়ে যায় না এবং কোন কাজকেই তিনি নগণ্য বা তুচ্ছ ভাবেন না তখন তারা আবশ্যিকভাবে তাদের কাজের গতি বাড়িয়ে দিবে।

এই পবিত্র আয়াত বান্দার নিজের হিসাব নিজে গ্রহণের মূল ভিত্তি। বান্দার কর্তব্য নিজের কাজের খোঁজ-খবর রাখা। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে তার প্রতিকার হিসাবে সে ভবিষ্যতে কাজটি থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবে, ঐ কাজে প্ররোচিত হওয়ার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তা এড়িয়ে চলবে এবং খালেছ অন্তরে তওবা করবে। যদি সে নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন আদেশ পালনে অমনোযোগ লক্ষ্য করে তাহ'লে সেই অমনোযোগ কাটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং আদেশটি যাতে অমনোযোগ কাটিয়ে দৃঢ়তার সাথে যথার্থরূপে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য স্বীয় রবের কাছে ব্যাকুল চিত্তে দো'আ করবে। আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তার অমনোযোগিতা ও অবহেলা সত্ত্বেও তার উপর আল্লাহ পাক কত বেশী অনুগ্রহ ও দয়া করে যাচ্ছেন তা

নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে তার মধ্যে অবশ্যই নিজের আমলের ঘাটতি দেখে লজ্জা অনুভূত হবে।

বান্দা যদি নিজের আমলের এভাবে হিসাব-নিকাশ ও যাচাই-বাছাই করা থেকে গাফিল ও উদাসীন হয়ে বসে থাকে তাহ'লে তার থেকে বদনছীব ও হতভাগা আর কেউ হয় না। সে তখন ঐ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাকে স্মরণ করা ও তার হক আদায়ে গাফলতি করেছে এবং নিজেদের মন ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে তৎপর হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি এবং কোন সুবিধাও অর্জন করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের নিজেদের যা করা উচিৎ ছিল তা ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য যা উপকার ও মঙ্গল বয়ে আনত তার সম্পর্কে তাদেরকে বে-খবর ও উদাসীন করে দিয়েছেন। ফলে তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মঘাতী ও বাড়াবাড়িমূলক। দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিই এখন তাদের বিধিলিপি। তারা এতটাই প্রতারিত যে তার প্রতিকারের কোন উপায় তাদের হাতে নেই এবং তাদের ভগ্নদশা নিরাময়েরও কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ তারা তো ফাসিক বা পাপাচারী'।[৫]

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় কিতাবে বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ– 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়' *(আ'রাফ ৭/২০১)*।

মুত্তাকীদের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন যে, তারা যখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোন পাপ কাজ করে বসে তখন আল্লাহকে মনে করে তার দিকে ফিরে আসে এবং তওবা করে। মুত্তাক্বীরা যত কাজ করে মনে মনে তার হিসাব ব্যতীত এ তওবা ও আল্লাহকে মনে করা আদৌ সম্ভব নয়।

মুহাসাবা সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য :

শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ

৫. তায়সীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ৮৫৩।

هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ– ‘বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে নিজের মনকে তার কামনা-বাসনার অনুগামী বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্র কাছে অহেতুক আশা করে’।[৬] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, حَاسَبَ نَفْسَهُ فِى الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ :অর্থ دَانَ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ক্বিয়ামত দিবসে হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ মনের হিসাব নেয়।[৭]

মুহাসাবার ব্যাপারে বিদ্বানগণের ইজমা :

আলেমদের সর্বসম্মত মতে, নিজ মনের হিসাব নেওয়া একটি যরূরী বা আবশ্যকীয় কাজ। ইয বিন আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, أجمع العلماءُ على وجوبِ محاسَبَةِ النفسِ فيما سَلَفَ من الأعمال وفيما يُسْتَقْبَلُ منها ‘মনের উপর অতীত ও ভবিষ্যতের আমলের যাচাই-বাছাই বা মুহাসাবা আবশ্যিক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ ইজমা করেছেন’।[৮]

মন ও তার ব্যাধি

মানব মনকে যদি মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতিমালা অনুযায়ী না চালায় তাহলে মনই চালকের আসনে বসে মানুষকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিবে। এই মনকে সোজা রাস্তায় চালাতে মনের প্রতিটি গতিবিধি ও বিপজ্জনক বাঁকের হিসাব গ্রহণ বা মুহাসাবার কোন বিকল্প নেই। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, النفس كالشريك الخوَّان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك ‘মন একজন আত্মসাৎকারী শরীকের মতো। যদি তুমি তার হিসাব-নিকাশ না নাও তাহ’লে সে তোমার ধন-দৌলত আত্মসাৎ করবে’।[৯]

---

৬. তিরমিযী হা/২৪৫৯, তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬০; মিশকাত হা/৫২৮৯।

৭. ঐ।

৮. তাফসীরুছ ছা'আলিবী, সূরা ইনশিক্বাক্ব ৬ আয়াতের আলোচনা, ৪/৩৯৯।

৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৯।

মন যখন দূষিত হয়ে যায় তখন তাতে আত্মার ব্যাধি বাসা বাঁধে। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আত্মার যত রোগ হয় তার সবগুলোর উৎপত্তি মন থেকে। দূষিত উপকরণগুলো প্রথমে মনে বাসা বাঁধে, তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজত বা প্রয়োজনের জন্য প্রদত্ত খুতবায় বলতেন, وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا 'আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের মনের অপকারিতা ও আমাদের আমলের জঘন্যতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১০]

তিনি সাধারণভাবে মনের অপকার থেকে আশ্রয় তো চেয়েছেনই, সেই সঙ্গে মনের খেয়াল-খুশিতে করা কাজের ফলে যে ক্ষতি হয় এবং সেজন্য যে ঘৃণা ও শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় তা থেকেও আশ্রয় চেয়েছেন।

আল্লাহ্‌র পথের পথিকগণ তাদের পথের ভিন্নতা ও সুলূক বা রীতি-নীতির পার্থক্য সত্ত্বেও এ কথায় একমত যে, আত্মা যাতে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করতে না পারে সেজন্য মন উভয়ের মাঝে বাধা তৈরি করে। কাজেই মনকে কাবু করতে না পারলে এবং তাকে মন্দ থেকে রুখতে না পারলে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও তার নৈকট্য লাভ সম্ভব হবে না। মনের দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার : এক প্রকার, যারা মনের হাতে বন্দী। মন তাদের গোলাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। নাকে বরশি পরিয়ে সে তাদেরকে যে দিকে চলতে বলে তারা সেদিকেই চলে।

আরেক প্রকার, যারা মনকে কাবু ও পরাভূত করে নিজেদের আয়ত্ত্বাধীন করে নিয়েছে। ফলে মন তাদের অনুগত, তারা মনকে যে আদেশ করে মন তা পালন করে। জনৈক আরেফ দরবেশ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথের সন্ধানীরা যখন তাদের মনকে নিজেদের বশীভূত করতে পারে তখনই কেবল তারা সফরের শেষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। অনন্তর যে নিজের মনকে পরাজিত করবে সে সফল হবে, আর মন যাকে পরাজিত করবে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

১০. তিরমিযী হা/১১০৫; নাসাঈ হা/১৪০৪; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯২-৯৩; মিশকাত হা/৩১৪৯।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'অনন্তর যে অবাধ্য হবে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করবে এবং মনকে প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখবে তার ঠিকানা হবে জান্নাত' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।[১১]

বস্তুত মন অবাধ্যতা ও দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য প্রদানের দিকে ডাকে। অন্য দিকে রব্বুল আলামীন বান্দাকে তাঁর ভয় করতে এবং মনকে প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে বলেন। এ ক্ষেত্রে আত্মার অবস্থান হয় উভয় আহ্বানকারীর মাঝে। একবার সে মনের দিকে ঝোঁকে তো অন্যবার তার রবের দিকে ঝোঁকে। এভাবেই দুনিয়ার পরীক্ষাকেন্দ্রে মানুষ পরীক্ষা দিয়ে চলেছে।

কুরআনে মনের বিবরণ :

আল-কুরআনে আল্লাহ তিন প্রকার মনের কথা বলেছেন। যথা : প্রশান্ত আত্মা (النفس المطمئنة), ভর্ৎসনাকারী আত্মা (النفس اللوامة) ও মন্দপ্রবণ আত্মা (النفس الأمَّارة بالسوء)।

প্রশান্ত আত্মা :

মন যখন আল্লাহ্র জন্য আমলে আরাম বোধ করে, তার যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে, তার দিকে নিবিষ্ট হয়, ক্বিয়ামত দিবসে তার সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী হয় এবং তার নৈকট্য প্রাপ্তির কাজে স্বস্তি পায় তখন তাকে 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ' (نفس مطمئنة) বা প্রশান্ত আত্মা বলে। এই মনের অধিকারীর জান কবয কালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ডেকে বলা হয়, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ

---

১১. ইগাছাতুল লাহফান, ১/৭৪-৭৫।

الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي– 'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

প্রশান্তির মূল তাৎপর্য :

আরবী الطمأنينة (তুমা'নীনাহ) অর্থ আরাম ও স্থিরতা। যেহেতু বান্দা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, তার যিকির ও স্মরণে লিপ্ত থাকে এবং তারই আদেশ-নিষেধ মেনে চলে সেহেতু সে তার কাছেই আরাম পায়, তাকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে সে আরাম বোধ করে না। সে শান্তি পায় আল্লাহকে ভালবেসে, তার ইবাদত করে, তার দেয়া খবরে ও তার দর্শন লাভের উপর ঈমান রেখে। শান্তি পায় আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর তাৎপর্য বুঝে সেগুলোর উপর অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করে। সে শান্তি পায় আল্লাহকে তার প্রভু, ইসলামকে তার দ্বীন বা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে মেনে নিয়ে তাতে রাযী-খুশী থাকতে। তার স্বস্তি মেলে আল্লাহ্‌র ফায়ছালা ও তাক্বদীরে, তাকেই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত মনে করাতে। সে খুবই আশ্বস্ত থাকে যে, আল্লাহ তাকে সকল প্রকার মন্দ থেকে দূরে রাখবেন; প্রত্যেক চক্রান্তকারীর চক্রান্ত হিংসুকের হিংসা ও শত্রুর শত্রুতা থেকে রক্ষা করবেন। সে এতে পরিতৃপ্তি পায় যে, এক আল্লাহই তার প্রতিপালক, তার ইলাহ, তার মা'বূদ, তার উপাস্য, তার মালিক, তার মুখতার। তার কাছেই তার ফিরে যাওয়ার জায়গা। এক পলকের জন্যও তাকে ছাড়া তার চলে না। এই মনই হল প্রশান্ত আত্মা।

মন্দপ্রবণ আত্মা :

প্রশান্ত আত্মার বিপরীত ও বিরোধী আত্মা হ'ল মন্দপ্রবণ মন। আরবীতে বলা হয় 'নাফসুল আম্মারা'। মন্দপ্রবণ আত্মা মানুষকে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে হুকুম করে এবং ভুল ও বাতিল পথে চলতে উৎসাহিত করে। সে সকল মন্দের আশ্রয়কেন্দ্র। সবাইকে সে বিশ্রী ও ঘৃণ্য কাজের

দিকে টানে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ‘নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ। কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন’ *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। আল্লাহ ‘আম্মারাহ’ বলেছেন, ‘আমেরাহ’ বলেননি। কেননা ‘আম্মারাহ’-এর মধ্যে অতিশয়তার অর্থ রয়েছে। এজন্যই এ ধরনের মন মন্দের বেশী বেশী হুকুম দেয়।

নফস বা মন সহজাতভাবেই অত্যাচারী ও অজ্ঞ-মূর্খ (যালিম ও জাহিল)। ফলে মানুষের মন সদাই অন্যের ও নিজের উপর অত্যাচার করতে চায় এবং নিজের ভাল-মন্দ বিবেচনায় না নিয়ে মূর্খের মত কাজ করে। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করে তার খপ্পর থেকে রক্ষা করেন তার কথা আলাদা।

আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে এনেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না’ *(নাহল ১৬/৭৮)*। إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ‘নিশ্চয় মানুষ অতিবড় যালেম ও অকৃতজ্ঞ’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৪)*।

হ্যাঁ, জন্মকালে তার মধ্যে হক বা সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা তৈরি করে দেওয়া হয়। তাই তার সামনে হক বা সত্য তুলে ধরা হলে বাইরের কোন খারাপ প্রভাবে প্রভাবিত না হ’লে সে তা গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ‘অতএব তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্‌র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন’ *(রূম ৩০/৩০)*। কিন্তু নফস বা মনকে আল্লাহ্‌র দ্বীন শিক্ষা দেওয়া না হ’লে সে জাহিল-মূর্খই থেকে যায়, তার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি গিজগিজ করে। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ না পেলে মন মানুষকে অবাধ্যতার দিকে ডাকে এবং মন্দ কাজে ঠেলে দেয়। সুতরাং আদল-ইনছাফ ও বিদ্যা-বুদ্ধি মানুষের মনের অর্জিত বিষয়, এগুলো সহজাত নয়।

মুমিনদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না হ'লে তাদের কেউই পূত-পবিত্র থাকতে পারত না। তিনি কোন মনের ভাল চাইলে তাকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন এবং শরী'আত মোতাবেক আমলের সক্ষমতা দান করেন।

মন্দপ্রবণ আত্মার অত্যাচারী হওয়ার কারণ :

মন হয়তো কোন জিনিস সম্পর্কে জানে না, কিংবা তাতে তার প্রয়োজন রয়েছে তাই সে তা ছলেবলে যে কোন অসদুপায়ে হাছিল করতে তার মালিককে সদাই প্ররোচিত করে। যেন তার তা না হলে চলবেই না। হ্যাঁ আল্লাহ্‌র রহমতই কেবল মনকে এহেন দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে পারে। এজন্যই বান্দা বুঝতে পারে যে, সে সদাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। তার মনের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে কেবল আল্লাহই তাকে বাঁচাতে পারেন। অতএব আল্লাহ্‌র প্রয়োজন মানুষের নিকট সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে; এমনকি তার খাদ্য-পানীয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের চাইতেও বেশী।

ভর্ৎসনাকারী আত্মা :

ভাল-মন্দের মিশেলে যে মন গড়ে ওঠে তাই ভর্ৎসনাকারী মন। এ ধরনের মন ভাল কাজ কেন ছেড়ে দেওয়া হ'ল, মন্দ কাজ কেনই বা করা হ'ল তা বলে তার মালিককে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করে। আরবীতে বলা হয় 'নাফসে লাওয়ামা'। 'লাওম' মূল থেকে 'লাওয়ামা' শব্দ গঠিত। বাংলায় প্রচলিত 'মালামত' শব্দের মূলও লাওম। মালামত অর্থ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إن المؤمن، والله، ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته؛ يستقصرها فى كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضى قدما لا يعاتب نفسه 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মুমিনকে সর্বাবস্থায় নিজের মনকে তিরস্কার করতে দেখতে পাবে। তার সব কাজেই সে কিছু না কিছু ত্রুটি খুঁজে পায়। তাই কেন এ ত্রুটি হ'ল তা ভেবে সে লজ্জিত ও অনুশোচিত হয় এবং মনকে সেজন্য তিরস্কার করে। পক্ষান্তরে পাপাচারী দুষ্কৃতিকারী অসংকোচে অন্যায়-অপকর্ম করে, তা নিয়ে মনকে সে কদাচিৎই ভর্ৎসনা করে'।[১২]

---

১২. ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৭।

ভর্ৎসনাকারী মন এমনকি ক্বিয়ামত দিবসেও ব্যক্তিকে তিরস্কার করবে। যদি সে নেককার হয় তাহ'লে তার সামনে বিভিন্ন মানের জান্নাত দেখে সে কেন বেশী বেশী নেকী করল না সে কথা বলে তিরস্কার করবে। আর যদি বদকার হয় তাহ'লে তার সামনে জাহান্নাম দেখে সে দুনিয়াতে কেন বদ কাজ করেছে সে কথা বলে অনুতাপ করবে। সুতরাং এ মন দুনিয়াতেও তিরস্কার করবে, আখিরাতেও তিরস্কার করবে। সুতরাং মন কখনও মন্দপ্রবণ, কখনও ভর্ৎসনাকারী এবং কখনও প্রশান্ত হয়।

মন প্রশান্ত হওয়া মনের একটি প্রশংসনীয় গুণ, আর মন্দপ্রবণ হওয়া মনের একটি নিন্দনীয় গুণ, আর ভর্ৎসনাকারী মন হ'লে যে জন্য ভর্ৎসনা করা হচ্ছে তার গুণ অনুসারে তা কখনও প্রশংসনীয়, আবার কখনও নিন্দনীয় হবে।

এমন ভাবার কোনই অবকাশ নেই যে, কেউ প্রশান্ত মনের অধিকারী হ'লে চিরকালই সে প্রশান্ত মনের অধিকারী থাকবে। আবার কেউ মন্দপ্রবণ মনের অধিকারী হ'লে চিরকালই তার মন মন্দপ্রবণ থাকবে। বরং একসময় তা প্রশান্ত হ'লে অন্য সময় মন্দপ্রবণ হবে, আবার কখনও ভর্ৎসনাকারী হবে। বরং একই দিনে, একই ঘণ্টায় তা পরিবর্তিত বা উলটপালট হ'তে পারে। তখন গুণ বিচারে তার মধ্যে কোন মন বিরাজ করছে তা হিসাব করতে হবে।

সুতরাং হে পাঠক, আপনি নির্জনে নিরিবিলি পরিবেশে নিজের মনের হিসাব নিজে করুন। জীবনের যে সময় পার হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবুন। ব্যস্ততার মুহূর্তে যে আমল করা সম্ভব হয়নি অবসর সময়ে তা করুন। কাজ করার আগে চিন্তা করুন যে এ কাজে আপনার আমলনামায় নেকী-বদী কোনটা লেখা হবে? লক্ষ্য করুন, আপনার শ্রম-সাধনায় আপনার মন কি আপনার পক্ষে, না বিপক্ষে? সে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য অর্জন করবে, যে মনের হিসাব নিবে। যে মনের সাথে যুদ্ধ করবে, মনের কাছে তার পাওনাদি আদায় করে ছাড়বে, যখনই মন কোন অন্যায় করে বসবে তখনই তাকে গালমন্দ করবে, যখনই কোন ক্ষেত্রে সে একাত্মতা প্রকাশ করবে তখনই তাকে কাছে টেনে নিবে এবং যখনই মন খেয়াল-খুশির লোভে মত্ত হবে তখনই তাকে পরাভূত করবে। আল্লাহ্‌র কসম! জীবনে সে সফল হবে।

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি

আত্মসমালোচনায় কড়াকড়ি :

কৃপণ ও লোভী অংশীদার যেমন তার অন্য অংশীদারদের থেকে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়, তেমনি করে মানুষ নিজের মনের নিকট থেকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত সে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে না। মায়মূন বিন মিহরান (রহঃ) বলেছেন, لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكه، حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومن أين مكسبه؟ 'শরীক থেকে নিজের পাওনা বুঝে নিতে মানুষ যত না কঠিন-প্রাণ হয়, নিজের মন থেকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব বুঝে নিতে তার থেকেও বেশী কঠিন মনষ্ক না হওয়া অবধি সে মুত্তাকী হ'তে পারবে না। এমনকি কোত্থেকে তার খাদ্য-পানীয় ও আয়-রোযগার হচ্ছে তাও সে গভীরভাবে লক্ষ্য করবে'।[১৩] তিনি আরো বলেছেন, 'একজন মুত্তাকী তার মনের হিসাব গ্রহণে কৃপণ ও লোভী অংশীদার কর্তৃক হিসাব গ্রহণ থেকেও মহাকঠোর'।[১৪]

সুতরাং মুহাসাবায় কড়াকড়ি করলে সেই মুহাসাবা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুহাসাবায় গা ছাড়া যেন-তেন ভাব দেখালে তা কোন মুহাসাবাই হবে না। তা বরং মনের জন্য সবকিছু হালাল করার পাঁয়তারা। যার ফলে মনের বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাবে। অনেকেই মুহাসাবা করতে গিয়ে বলে, 'এটা তো ছোটখাট আমল'; 'এটি হারাম হওয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে'; 'জোরালো মতানুসারে এ আমলটি মাকরূহ' ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে নানা ছুতো তুলে সে ঐসব আমল করে। এভাবে একসময় মন লাগামহীন কাজে জড়িয়ে পড়ে।

---

১৩. আবু নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২৮৯।
১৪. ইবনু আবীদ্দুনিয়া, মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ৯।

সবকিছুতেই আত্মসমালোচনা :

আল্লাহ তা‘আলার বাণী وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ‘এবং শপথ করছি ধিক্কার দানকারী অন্তরের (বিবেকের)’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)* সম্পর্কে সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, সে (ভর্ৎসনাকারী মন) ভাল-মন্দ উভয়ের জন্য ভর্ৎসনা করে।[১৫] হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ، يَقُولُ مَا أَرَدْتُ بِكَلِمَتِي، يَقُولُ مَا أَرَدْتُ بِأَكْلَتِي، مَا أَرَدْتُ بِحَدِيثِ نَفْسِي، فَلَا تَرَاهُ إِلَّا يُعَاتِبُهَا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِيْ قُدُمًا فَلَا يُعَاتِبُ نَفْسَهُ– ‘নিশ্চয়ই কোন মুমিনকে তুমি এমন পাবে না, যে তার মনকে ভর্ৎসনা করে না। কোন কথা বললে সে বলে, হে মন! আমার এ কথার দ্বারা আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি? কোন কিছু খেলে বলে, আমার এ খাবার গ্রহণের উদ্দেশ্য কী? মনে মনে কথা বললে বলে, আমার মনে উদিত এ ভাবনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এভাবে সব ক্ষেত্রেই দেখবে যে, সে মনকে নানা প্রশ্ন তুলে ভর্ৎসনা করছে। কিন্তু যে কাফের-ফাসেক সে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সামনে পা ফেলে। ফলে সে তার মনকে ভর্ৎসনা করে না’।[১৬]

সুতরাং মুহাসাবা কেবল মন্দ ও পাপ কাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেকটা মানুষকে তার প্রতিটি কাজে মনের সাথে বুঝাপড়া করতে হবে, এমনকি তার মুবাহ[১৭] বা বৈধ কাজেও।

আত্মসমালোচনা শেষে সৎকর্মে মনকে নিবদ্ধ রাখা :

যে কাজ তার কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনে না, নিশ্চয়ই তা ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ। কাজটি যিনি করেছেন তাকে দ্বিতীয় বার তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সুতরাং মুহাসাবা কোন ফল বয়ে না আনলে মুহাসাবাকারীর উপর আরেকবার মুহাসাবা করা আবশ্যক হবে। বরং তাকে এভাবে মুহাসাবার পর মুহাসাবা চালিয়ে যেতে হবে।

---

১৫. তাফসীরে ত্বাবারী ১২/৩২৭।
১৬. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৮১।
১৭. যে সকল কাজ করলে কিংবা না করলে পাপ-পুণ্য নেই সেগুলো মুবাহ।-অনুবাদক।

মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার উপর দয়া করুন, যে তার মনকে বলে, 'তুমি কি এটা করনি, তুমি কি ওটা করনি? তারপর তার নাক ছিদ্র করে তাতে লাগাম পরিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্‌র কিতাব মেনে চলতে বাধ্য করে। এভাবে সে তার মনের চালকের আসনে বসে'।[১৮]

ইবরাহীম আত-তায়মী (রহঃ) বলেছেন, একবার আমি মনে মনে কল্পনা করলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। জান্নাতের ফল খাচ্ছি, জান্নাতের নহরের পানি পান করছি, জান্নাতের তরুণীদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছি। আবার কল্পনা করলাম যে, আমি জাহান্নামে আছি। জাহান্নামের যাক্কূম খাচ্ছি, পুঁজ পান করছি এবং তার শিকল ও বেড়ির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। এবার আমি আমার মনকে বললাম, মন আমার, তুই কোনটা চাস? মন বলল, আমি দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে নেক কাজ করতে চাই। আমি বললাম, তুই তো তোর কাঙ্ক্ষিত স্থানেই আছিস। কাজেই এখনই নেক কাজ কর।[১৯]

---

১৮. মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ৮; তারীখু দিমাশক ৫৬/৪২০।
১৯. মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ১০।

আত্মসমালোচনার ফলাফল

নিশ্চয়ই মনের কথা, কাজ ও কল্পনার হিসাব রাখা সব রকমের কল্যাণ লাভ ও সফলতার পথ। আত্মসমালোচনার ফলে একজন মুসলিম দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ لا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِهِ، وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هِمَّتِهِ– 'যতক্ষণ কোন বান্দার মুহাসাবা করার সদিচ্ছা থাকবে এবং যতক্ষণ তার নিজের ভেতর একজন উপদেশদাতা থাকবে, ততক্ষণ সে সৎপথে থাকবে'।[২০]

নিচে আত্মসমালোচনার কিছু নিশ্চিত সুফল তুলে ধরা হ'ল।-

১. ক্বিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হওয়া :

কোন মুসলিম দুনিয়াতে নিয়মিত নিজের মনের হিসাব নিলে ক্বিয়ামতের দিন তা তার হিসাব হাল্কা হওয়ার মাধ্যম হবে। কেননা আত্মসমালোচনার কারণে দুনিয়ার জীবনে তার পাপপ্রবণতা কমে যাবে এবং নেক কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر– '(আল্লাহ্র নিকটে) তোমাদের হিসাব দানের আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো এবং (আল্লাহ্র নিকটে) ওযনের আগে নিজেরা নিজেদের ওযন করো। কেননা এটা করা তোমাদের জন্য তুলনামূলক সহজ। আর তোমরা সবচেয়ে বড় আরয বা হিসাবের জন্য পাথেয় যোগাড় করো'। আল্লাহ বলেছেন, يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 'সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। কোনকিছুই তোমাদের গোপন থাকবে না' *(হাক্কাহ ৬৯/১৮)*।[২১]

---

২০. ঐ, পৃ. ৬।
২১. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃ. ৩০৭।

জা‘ফর বিন বুরকান (রহঃ) বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর এক কর্মকর্তাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রের শেষাংশে লেখা ছিল, حَاسِبْ نَفْسَكَ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ الشِّدَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ الشِّدَّةِ، عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى الرِّضَا وَالْغِبْطَةِ، وَمَنْ أَلْهَتْهُ حَيَاتُهُ، وَشَغَلَهُ هَوَاهُ، عَادَ مَرْجِعُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ، فَتَذَكَّرْ مَا تُوْعَظُ بِهِ، لِكَيْ تُنْهَى عَمَّا يُنْتَهَى عَنْهُ– ‘দুঃসময়ে হিসাব দেওয়ার পূর্বে সুসময়ে তোমার মনের হিসাব রাখো। কেননা যে দুঃসময়ে হিসাবের পূর্বে সুসময়ে তার মনের হিসাব রাখে, পরিণামে সে পরিতুষ্টি ও ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। আর যাকে তার আয়ুষ্কাল দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অনাগ্রহী উদাসীন করে দিয়েছে এবং সে খেয়াল-খুশীর বশে ভোগবিলাসে মত্ত থাকছে, পরিণামে সে লাভ করবে আফসোস ও অনুশোচনা। সুতরাং যে বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয়, তার শিক্ষা গ্রহণ করো। যাতে যেসব কাজ থেকে বিরত থাকা সঙ্গত তা থেকে বিরত থাকা যায়’।[২২]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, ‘মুমিন তার মনের অভিভাবক। সে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মনের হিসাব রাখে। আর নিশ্চয়ই যে জাতি দুনিয়াতে নিজেদের মনের হিসাব গ্রহণ করে ক্বিয়ামত দিবসে তাদের হিসাব হাল্কা ও আরামদায়ক হবে। আর ক্বিয়ামত দিবসে কেবল তাদের হিসাব কঠিন ও কষ্টদায়ক হবে, যারা হিসাব ছাড়াই জীবন কাটিয়েছে। মুমিনের হঠাৎই কোন জিনিস ভাল লাগলে সে বলে ওঠে, আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কামনা করি এবং তোমার প্রয়োজনও আমার আছে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম, তোমার নাগাল পাওয়ার সুযোগ আমার হাতে নেই! তোমার ও আমার মাঝে দেয়াল তোলা রয়েছে। আর যদি তার কিছু সামান্য ভোগ করে বসে তাহ’লে সে মনের কাছে প্রশ্ন তোলে, কোন উদ্দেশ্যে এটা করলে? এটার আমার কী দরকার ছিল? আল্লাহ্র কসম! আমার তো অজুহাত তোলারও সুযোগ নেই। আল্লাহ্র কসম! আগামীতে আল্লাহ চাহে তো আমি এ কাজ আদৌ করব না।[২৩]

---

২২. মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ১৬।
২৩. আয-যুহদ, পৃ. ৩০৮।

ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেছেন, المؤمن يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدى الله تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به– 'মুমিন তার মনের হিসাব রাখে এবং সে জানে যে, একদিন তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। পক্ষান্তরে মুনাফিক যে, সে জীবন ও মন সম্পর্কে উদাসীন। সুতরাং সেই বান্দার উপর আল্লাহ্র দয়া বর্ষিত হৌক, যে তার কাছে মালাকুল মওত আসার আগেই নিজ জীবনের হিসাব নেয়'।[২৪]

২. হেদায়াত লাভে সমর্থ হওয়া এবং তার উপর অটল থাকা :

আত্মসমালোচনার ফলে মানুষ যেমন আল্লাহ্র দেওয়া সরল পথ লাভ করতে পারে, তেমনি তার উপর অটল থাকতে পারে। কাযী বায়যাভী (রহঃ) বলেন, 'হেদায়াত লাভ এবং তাতে অটল থাকার মত যোগ্যতা তখনই লাভ করা সম্ভব হবে যখন এজন্য চিন্তাশক্তি ব্যয় করা হবে। যেসব দলীল-প্রমাণ এক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলো নিয়ে সদাই চিন্তা-গবেষণা করা হবে এবং কী আমল করা হচ্ছে বা না হচ্ছে লাগাতারভাবে মন থেকে তার হিসাব নেওয়া হবে'।[২৫]

৩. কলবের রোগের চিকিৎসা :

মানুষের মনে নানা রোগ বাসা বাঁধে। যেমন, লোভ, হিংসা, অহংকার, আত্মতুষ্টি, অহমিকা, নিজেকে বড় দ্বীনদার ভাবা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, কর্মবিমুখতা, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি। নিজের কথা ও কাজের হিসাব না নেওয়ার ফলে নিজের অজান্তে এসব রোগ হয়। তাই মন থেকে নিজ আমলের হিসাব নিলে এবং মনের ইচ্ছার বিরোধিতা করলে তখনই কেবল আত্মার রোগ প্রতিরোধ ও তার চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। মনের হিসাব না নিয়ে বরং যদি মানুষ নিজের মনের ইচ্ছার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহ'লে কলব ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং যে

২৪. তারীখু বাগদাদ ৪/১৮৪।
২৫. তাফসীরুল বায়যাভী, পৃ. ১২৯।

মূর্খ কেবল সেই স্বীয় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী করে এবং আল্লাহ্র কাছে অলীক আশা পোষণ করে। তার মন যেদিকে ঝোঁকে সেও সেদিকে ঝোঁকে। মন যেদিকে চায় সে সেদিকেই যায়। এতে করে তার কলব নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে কিসে নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ হয় তা ভেবে কাজ করলে কলব সুস্থ থাকে এবং তার রোগ-ব্যাধিরও চিকিৎসা হয়।

৪. মনের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং নিজের আমল-আখলাকে ধোঁকার শিকার না হওয়া :

নিজের কাজের ভালো-মন্দ যাচাই ও পরখ করে না দেখলে নিজের কাছে নিজেকে ভালো মনে হয়। আমল-আখলাকে কোন সমস্যা আছে বলেও মনে হয় না। নিজেকে বরং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ভাবতেই ইচ্ছা করে। কিন্তু মনের হিসাব-নিকাশ করলে তখন তার নানা দোষ বেরিয়ে আসবে। আর যখনই নিজের সামনে মনের দোষ প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন আর নিজের আমলকে ত্রটিমুক্ত ও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ভেবে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলার ইচ্ছা জাগবে না। বরং মনে হবে, তার রব যেন এই টুটা-ফাটা কলুষিত আমল দয়া করে কবুল করে নেন। আব্দুল আযীয বিন আবী রাওয়াদ (রহঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় বলেন, ما دخلت فِي شيء من أعمال البر فخرجت منه فحاسبت نفسي إلاَّ وجدت نصيب الشيطان فيه أوفر من نصيب الله 'যখনই আমি কোন পুণ্য কাজ শুরু করে তা শেষ করেছি তখনই আমি আমার মন থেকে হিসাব করে দেখেছি যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার ভাগের থেকে শয়তানের ভাগ বেশী'।[২৬]

৫. মুহাসাবা বিদ্বেষমুক্ত নিরহংকার জীবনের পথে পরিচালিত করে :

মানুষ যদি নিয়মিত নিজের মনে নিজের আমলের হিসাব নেয় আর কুরআন, সুন্নাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী ও ছাহাবীদের আমলের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখে তবে নিজের আমলের স্বল্পতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে তার মনে

২৬. ইবনু আদী, আল-কামিল ৫/২৯১।

অহংকার ও বিদ্বেষ দানা বাঁধবে না ইনশাআল্লাহ। আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, لَا يَفْقَهُ الرَّجُلُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا ‘কোন লোক পরিপূর্ণ ফক্বীহ বা সমঝদার হ’তে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অন্য মানুষকে যতটুকু তুচ্ছ মনে করবে তার থেকেও নিজেকে বেশী তুচ্ছ মনে করবে’।[২৭]

আমাদের অতীতের পূর্বসূরীগণ যখন নিজেদের নফস বা মনের হিসাব নিতেন তখন তারা মনের অবস্থা বুঝে আল্লাহ্‌র হুযূরে তাকে তুচ্ছ ও নগণ্য ঠাওরাতেন। আরাফার ময়দানে জনৈক পূর্বসূরী তাঁর চারপাশের জনগণের মাঝে এই বলে দো‘আ করছিলেন যে, ‘হে আল্লাহ, আমার কারণে তুমি এদের (দো‘আ) ফিরিয়ে দিও না।[২৮]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি‘ (রহঃ) বলতেন, لَوْ كَانَ لِلذُّنُوبِ رِيحٌ مَا قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يَجْلِسَ إِلَيَّ (হায়! আমি এতই পাপী যে,) পাপের যদি গন্ধ থাকত তাহলে তার দুর্গন্ধে আমার কাছে কেউ টিকতে পারত না।[২৯] অথচ তিনি ছিলেন উম্মতের বড় একজন আবেদ।

ইউনুস বিন উবায়েদ (রহঃ) বলেন, إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة ‘আমি অবশ্যই একশত সদভ্যাসের কথা জানি, যার একটাও আমার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না’।[৩০]

হাম্মাদ বিন সালামা (রহঃ)-কে দেখুন, সুফিয়ান ছাওরী যখন মরণাপন্ন তখন তিনি তাকে দেখতে যান এবং বলেন, ওহে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি যে জিনিসের (জাহান্নামের) ভয় করতেন তার থেকে কি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছেন না? আর যিনি সবচেয়ে দয়ালু, যার দয়ার আশায় আপনি

২৭. মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ.২৩।
২৮. ইমাম আহমাদ, আয-যুহ্‌দ, পৃ. ২৪৪।
২৯. মুহাসাবাতুন নাফস, পৃ. ৩৭।
৩০. ঐ, পৃ. ৩৪।

থাকতেন তার নিকট যেতে সাহস পাচ্ছেন না? উত্তরে তিনি বললেন, হে আবু সালামা, আমার মত মানুষের জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশা তুমি কর কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই তা করি।[৩১]

একবার ভেবে দেখেছেন কি? হাদীছ, ফিক্বহ ও সংসারবিমুখ ইবাদতগুযারদের এই সমস্ত দিকপাল যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি না পান তাহ'লে আর কে মুক্তি পাবে?

জা'ফর বিন যায়েদ (রহঃ) বলেন, আমরা কাবুল অভিযানের সেনাদলে অংশ নিয়েছিলাম। ঐ সেনাদলে ছিলাহ বিন আশইয়াম নামে একজন আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। রাতের বেলায় সৈনিকরা এক জায়গায় ডেরা ফেলে এশার ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়ল। আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, দীর্ঘ সময় ধরে আমি ছিলাহর আমল দেখব। তিনি লোকেদের অমনোযোগিতার সুযোগ খুঁজছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি চুপিসারে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমাদের কাছাকাছি কিছু ঘন গাছপালার বনে ঢুকে পড়লেন। আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি ওযূ করে ছালাতে দাঁড়ালেন। এমন সময় একটা সিংহ এল এবং একেবারে তাঁর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। এ দৃশ্য দেখে আমি একটা গাছে উঠে পড়লাম। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বুঝি সিংহটা তাঁকে ফেড়ে খাবে। কিন্তু তিনি ছালাত চালিয়ে গেলেন। তারপর বসে দো'আ-দরূদ শেষে সালাম ফিরালেন। এবার সিংহটাকে লক্ষ্য করে বললেন, أَيُّهَا السَّبُعُ اطْلُبِ الرِّزْقَ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ 'হে শ্বাপদ, তুমি অন্য কোথাও তোমার খাবার তালাশ কর'। তখন সিংহটা হুংকার ছাড়তে ছাড়তে ফিরে গেল। আর তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত একইভাবে ছালাত আদায় করতে থাকলেন। ভোর হ'লে তিনি বসে বসে বহুবিধ তাসবীহ-তাহলীল করলেন, যার অধিকাংশই আমি কখনো শুনিনি। তারপর এই বলে দো'আ করলেন যে, اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرْنِي مِنَ النَّارِ أَوَ مِثْلِي يَجْتَرِئُ أَنْ يَسْأَلَكَ الْجَنَّةَ 'হে

৩১. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৮৫।

আল্লাহ, আমার মত তুচ্ছ বান্দার জন্য তোমার কাছে জান্নাত কামনা করার দুঃসাহস নেই; তাই তোমার কাছে আমার নিবেদন যে, তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিও'। তারপর তিনি তাঁর তাঁবুতে ফিরে এলেন। সকালবেলায় মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর তোশকে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। এদিকে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আমার ভোর হয়েছে একমাত্র আল্লাহই তা জানেন।[৩২]

৬. সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো :

মনের হিসাব নিলে মানুষ নিজের সময়কে সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগাতে পারে। ইবনু আসাকির (রহঃ) বলেন, আবুল ফাতাহ নছর বিন ইবরাহীম আল-মাক্বদিসী প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে মনের হিসাব নিতেন। একটা মুহূর্তও যেন বেকার না যায় সেজন্য তিনি চেষ্টা করতেন। হয় কিছু লিখতেন, নয় পড়াতেন, কিংবা নিজে পড়তেন।[৩৩] সুতরাং যে মুহাসাবার এসব ফলাফল জানতে পেরেছে তার কর্তব্য হবে, নিজ মনের হিসাব গ্রহণ থেকে কখনও উদাসীন না থাকা। মনের অস্থিরতা, স্থিরতা, ভাবনা-চিন্তা, পা তোলা, পা ফেলা ইত্যাকার প্রতি পদক্ষেপে কড়াকড়ি আরোপ করা। আসলে মানব জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস মূল্যবান মণিমুক্তাবিশেষ। সুতরাং এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে বেকার নষ্ট করা অথবা তার বিনিময়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনার মত কিছু করা মহাক্ষতি বৈ আর কিছু নয়। চরম অজ্ঞ, মূর্খ ও অবিবেচক ছাড়া আর কারও পক্ষে এমন ধরনের কাজ করা সমীচীন নয়। এ ক্ষতির স্বরূপ ক্বিয়ামতের দিন সে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

---

৩২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৩২১১।
৩৩. ইবনু 'আসাকির, তাবয়ীনু কিযবিল মুফতারী, পৃ. ২৬৩।

কে নিজের মনের হিসাব করবে?

মুহাসাবা এমন নয় যে সমাজের একদল মানুষ তা করবে এবং অন্যেরা তা করবে না। বরং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, নেককার-বদকার, আলেম-জাহেল ইত্যাদি সকল মুমিন আমভাবে তার অন্তর্ভুক্ত। যিনি জাহেল-অজ্ঞ তিনি এভাবে নিজের হিসাব করবেন যে, অজ্ঞ অবস্থায় কীভাবে তিনি আল্লাহ্র ইবাদত করছেন? কখন তার এ অজ্ঞতা দূর হবে? কীভাবে দূর হবে? কীভাবে সে শিখবে? কী দিয়ে শুরু করবে?

এভাবে আলেম বা বিদ্বান ব্যক্তিও নিজের হিসাব করবে। কথিত আছে যে, শুরুতে করা মুহাসাবা থেকে শেষে করা মুহাসাবা হবে আরও নিবিড়। অর্থাৎ জীবনের প্রথম বেলায় লোকেরা যখন আল্লাহ্র পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ও গাফেল থাকে তখন নিজেদের মনের যেভাবে হিসাব নেয়, সেই অজ্ঞতা ও গাফলতি কেটে গিয়ে তাদের জীবন যখন উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং তারা বিদ্যাচর্চা, সৎকাজ সম্পাদন, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদি আমল করতে থাকে তখন তাদের মনের হিসাব আরও কঠোরভাবে করতে হবে। আমরা কত তালেবুল ইলম বা দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারীকে দেখেছি যারা মনের হিসাব রাখে না এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী পথ থেকে আত্মরক্ষা করে না। ফলে নানান জায়গায় তাদের পদস্খলন ঘটেছে এবং মানবতা বিনষ্টকারী আচরণ থেকে তারা নিজেদের হেফাযত করতে পারেনি। মাকরূহ বা অপসন্দনীয় কাজ পরহেয করাতো দূরের কথা, সময়বিশেষে তারা বরং হারামের সাথেও জড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারীরা নিজেদের বিদ্যার উপর নির্ভর করে মনের হিসাব রাখে না। তারা তাদের বিদ্যার বড়াই করে এবং অহংকার বশত কাউকে গ্রাহ্য করে না। হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত ও পরনিন্দা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। তারা কুৎসিত কথা ছড়িয়ে বেড়ায় এবং গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেয়। তারা নিজেদের জন্য এমন এমন মর্যাদার কথা ভাবে যা তাদের ছাড়া অন্যদের জন্য তারা ভাবতেই পারে না। হয়তো এক পর্যায়ে তাদের ভাবনা সঠিক হ'তেও পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো সকল শ্রেণীর মানুষেরই পাপ-পঙ্কিলতার হিসাব নিবেন। সেক্ষেত্রে বরং তাদের হিসাব হবে আরও কঠোর। তাদের মতো শিক্ষার্থীদের বিদ্যা তাদের

কোন উপকারে আসে না। কেননা মুজাহিদের জন্য যেমন তলোয়ার, আমলের জন্য তেমনি বিদ্যা। তলোয়ার ব্যবহার না করলে তা দ্বারা মুজাহিদ কিভাবে উপকৃত হবে? আবার ক্ষুধার্তকে দেখুন, সে ক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্য খাদ্য জমা করে। কিন্তু ক্ষুধার সময় যদি সে নাই খেল, তবে আর খাদ্য জমিয়ে কি লাভ! কবি বলেন,

يُحَاوِلُ نَيْلَ الْمَجْدِ وَالسَّيْفُ مُغْمَدٌ * وَيَأْمَلُ إِدْرَاكَ الْعُلاَ وَهُوَ نَائِمُ

'সে মুজাহিদের সম্মান লাভে প্রয়াসী, অথচ তার তলোয়ার কোষবদ্ধ, সে উচ্চমার্গের নাগাল পেতে আশাবাদী, অথচ ঘুমিয়ে আছে বিছানায়'।[৩৪]

জাহিল-মূর্খদের অবস্থা অনেক সময় এ ধরনের শিক্ষার্থীদের থেকে ভাল হয়ে থাকে। কেননা কিছু কিছু জাহিল-মূর্খ নিজেদের মনের হিসাব করে মন্দ আমলগুলো বের করে ফেলে এবং খেয়াল-খুশীতে মজে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনার আগে নিজেদের সংশোধনে সচেষ্ট হয়। অনেক শিক্ষার্থী তাদের শেখা বিদ্যার প্রচার-প্রসার করে না এবং পঠন-পাঠনেও অংশ নেয় না। এটি তাদের একটা বড় ভুল। অথচ এ ভুল যাতে না হয়, সেজন্য তাদের নিজেদের দায়িত্বের হিসাব রাখা আবশ্যক ছিল। আর যারা বিদ্বান বা আলেম তারা নিজেদের মনের হিসাব রাখতে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী সমর্থ। আজকাল আমরা ইন্টারনেট, ইউটিউব, টিভি ইত্যাদি মিডিয়াতে প্রচারিত যেসব ভুলে ভরা দ্বীন বিনষ্টকারী ফৎওয়া দেখতে পাই তার কারণ আলেমদের মুহাসাবা বিমুখতা। তারা যদি নিজেদের মনে একবারের জন্যও ভেবে দেখতেন তাহ'লে ফৎওয়া জিজ্ঞাসাকারীদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদের মর্যী মাফিক ঐসব বাজে ফৎওয়া দিতেন না। কাজেই আলেম ও তালেবুল এলেম বা দ্বীন শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য যে কারও তুলনায় নিজেদের মনের হিসাব কঠিনভাবে রাখা উচিত। কেননা তারা যদি নিজেদের মনের হিসাব রাখে তবে নিজেরা উপকৃত হবে এবং জনগণেরও উপকার করতে পারবে। আর যদি নিজেদের মনের হিসাব রাখা ছেড়ে দেয় তবে নিজেরা পথহারা হবে এবং অন্যদেরও পথহারা করবে।

---

৩৪. ইবনুল জাওযী, আল-মুদহিশ, পৃ. ৪৭০।

সৎকাজে মনের আত্মসমালোচনার প্রকারভেদ

মনের হিসাব শুধু পাপকাজেই নয়, বরং সৎকাজেও আবশ্যক। সৎকাজে মনের হিসাব গ্রহণের দু'টি ধারা রয়েছে। এক. সৎকাজ করার আগে। দুই. সৎকাজ করার পরে।

১. সৎকাজ করার আগে মনের হিসাব :

ব্যক্তি কাজ শুরুর আগে নিজের মনের অবস্থা যাচাই করবে। তার চিন্তা-ভাবনা কোন দিকে, মনের ইচ্ছা, ঝোঁক ও সঙ্কল্পইবা কী তা লক্ষ্য করবে। কাজটা নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হচ্ছে কি-না তা ভেবে দেখবে। যদি তার নিয়ত আল্লাহ্র জন্য হয় তাহ'লে কাজে নেমে পড়বে, তা না হ'লে তা পরিত্যাগ করবে।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا وَقَفَ عِنْدَ هَمِّهِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَضَى، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ أَمْسَكَ 'আল্লাহ তার ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যে সৎকাজের শুরুতে একটু থেমে নিজের নিয়ত যাচাই করে দেখে। যদি কাজটা আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য হয় তবে তা করে, আর যদি না হয় তবে তা বাদ দিয়ে দেয়'।[৩৫]

অবশ্য রিয়া বা লোক দেখানোর আশঙ্কা মনে জাগার কারণে কেউ যেন তার সকল আমল ছেড়ে না দেয়। এখানে ঐ সকল আমলের কথা বলা হচ্ছে যার শুরুতেই সে লৌকিকতার ভয় করছে। কিন্তু যে সকল সৎকাজ ফরয কিংবা নফল, যাতে সে অভ্যস্ত, তা লৌকিকতার ভয়ে ছেড়ে দেবে না। বরং নিয়তের সঙ্গে যুদ্ধ করে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে।

আমল যাতে ইখলাছ অনুযায়ী হয় সেজন্য এই প্রকারের মুহাসাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনা মুহাসাবায় আমল করলে তা লোক দেখানোর ধারায় হয়ে যাবে এবং আমলকারী নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে। তখন তার অবস্থা দাঁড়াবে, যেমনটা আল্লাহ বলেছেন, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(গাশিয়া ৮৮/৩-৪)*। সুতরাং সে

---

৩৫. শু'আবুল ঈমান, হা/৭২৭৯।

তার আমল থেকে মোটেও উপকৃত হ'তে পারবে না, যদিও বাহ্যত তা সৎ আমল বলে মনে হবে।

নিয়ত খালেছ বা আল্লাহ্র জন্য নির্ভেজাল করার পর খেয়াল করবে এই আমল বাস্তবায়ন তার সামর্থ্যের ভিতরে, না বাইরে? যদি সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহ'লে তা বাদ দেবে। যা করতে পারবে না তার পেছনে খামাখা সময় ব্যয় করবে না। আর যদি সামর্থ্যের ভিতরে হয় তাহ'লে আরেকবার থামবে এবং ভাববে কাজটা না করার চেয়ে করা উত্তম, নাকি করার চেয়ে না করা উত্তম? যদি না করার চেয়ে করা উত্তম হয় তাহ'লে তা করবে। আর যদি করার চেয়ে না করা উত্তম হয় তাহ'লে করবে না। এ মুহাসাবা মনকে বড় শিরক, ছোট শিরক ও গোপন শিরক তথা রিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য খুবই যরূরী।

২. আমলের পর আত্মসমালোচনা :

এটি আবার তিন প্রকার।

(ক) এমন সৎ কাজে আত্মসমালোচনা যা আল্লাহ্র হক বা অধিকারভুক্ত :

সৎ কাজ করার পর তা যাচাই করে দেখাই হল মুহাসাবা। কিভাবে সে ইবাদাতটা করল? যেভাবে কাজটা করা উচিত সেভাবে করেছে কি-না? তা কি সুন্নাত মাফিক হয়েছে, নাকি তাতে কোন ত্রুটি হয়েছে? যেমন ছালাতের মধ্যে খুশূ-খুযূ বা আল্লাহ্র প্রতি ধ্যান-খেয়াল টুটে যাওয়া, কোন প্রকার পাপ-প্রমাদ ঘটিয়ে ছিয়ামের মূল্য হ্রাস করা কিংবা হজ্জ পালনকালে নাফরমানিমূলক কাজ কিংবা ঝগড়াঝাটি করা।

সৎকাজে আল্লাহ তা'আলার হক ছয়টি। যথা :

১. আমলের মধ্যে ইখলাছ বজায় রাখা।

২. শিরক মুক্তভাবে খালেছ ঈমান সহকারে আমল সম্পন্ন হওয়া।

৩. আমলটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর অনুসরণ করে করা।

৪. সুন্দর-সুচারুরূপে ও মযবুতভাবে আমলটি করা।

৫. আমলটি সম্পন্ন করার পিছনে তার প্রতি আল্লাহ্র যে অনুগ্রহ ও সাহায্য-সহযোগিতা রয়েছে অকুণ্ঠচিত্তে তার সাক্ষ্য দেওয়া।

৬. কাজ শেষে নিজের অপূর্ণতার স্বীকারোক্তি করা।

(খ) যে ধরনের আমল করার চেয়ে না করা উত্তম সেক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা :

একজন মুসলিমের সামনে উত্তম আমল থাকা অবস্থায় তার থেকে অনুত্তম আমলে মশগূল হওয়া কখনই সমীচীন নয়। যেমন ক্বিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের ছালাতে মশগূল হওয়ার দরুন ফজর ছালাত কাযা হয়ে যাওয়া অথবা এমন কোন যিকিরে মশগূল হওয়া যেখানে তার থেকে উত্তম অনেক যিকির রয়েছে। এ বিষয়ে উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য-

عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِى مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِىَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ–

উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একদিন ফজর ছালাত শেষে ভোর বেলায় নবী করীম (ছাঃ) ঘর হ’তে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তখন তাঁর জায়নামাযে বসা অবস্থায় ছিলেন। পূর্বাহ্ন হওয়ার পর নবী করীম (ছাঃ) যখন ফিরে আসলেন তখনও তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে গেছি তুমি সে অবস্থায়ই আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি ফজর ছালাতের পরে চারটি বাক্য তিনবার বলতে তবে তা তোমার আজকের সারা দিনের বলা সকল কথার সমতুল্য হ’ত। সেই বাক্য চারটি হল : *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী ‘আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী*। অর্থাৎ ‘মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার

সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ’।[৩৬]

(গ) নিত্যকার অভ্যাসমূলক মুবাহ কাজকর্মে নিয়ত ছুটে যাওয়ার উপর মনের হিসাব নেওয়া :

মানুষ তার অভ্যাসমূলক মুবাহ কাজগুলোকে খুব কমই আমলে ছালেহ বা সৎ কাজে রূপান্তর করতে চেষ্টা করে। অথচ অভ্যস্ত মুবাহ কাজে সৎ নিয়ত করলে এবং আল্লাহ্র কাছে তার আমলের প্রতিদান লাভের সদিচ্ছা রাখলে ঐ মুবাহ কাজগুলোই তখন ছওয়াবের কাজে পরিণত হয়।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ-

সা‘দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘(হে সা‘দ,) তুমি যা কিছুই ব্যয় কর না কেন, তাতে যদি তুমি আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের চেষ্টা কর, তাহ’লে তুমি সেজন্য ছওয়াব পাবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যগ্রাস তুলে দাও সেজন্যও’।[৩৭] সুতরাং মুসলমানের মুবাহ ও অভ্যাসমূলক কাজেও মনের হিসাব নেওয়া কর্তব্য। সে খেয়াল করবে তার ঐ ধরনের কাজে নেক নিয়ত আছে কি-না যেজন্য সে ছওয়াব পাবে? আর যদি নেক নিয়ত না করে থাকে তাহ’লে বিনা ছওয়াবেই কাজটা হয়ে গেল কি-না?

---

৩৬. মুসলিম হা/২৭২৬; মিশকাত হা/২০৩১।
৩৭. বুখারী হা/৫৬; ছহীহুল জামে হা/৩০৮২।

আত্মসমালোচনার সহায়ক বিষয় সমূহ

১. আল্লাহ তা'আলাকে জানা :

মনের হিসাব গ্রহণের অন্যতম সহায়ক আল্লাহকে জানা। মনের মধ্যে যদি এ অনুভূতি জাগরুক থাকে যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি তার লুকানো বা গোপনীয় সকল বিষয় জানেন, কোন কিছুই তার নিকট অবিদিত নয়, তাহ'লে হিসাব করে আমল করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা জানি তার অন্তর তাকে যেসব কুমন্ত্রণা দেয়। বস্তুতঃ আমরা গর্দানের রগের চাইতেও তার নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*। তিনি আরও বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 'জেনে রেখ যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের খবর রাখেন। অতএব তাঁকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৫)*।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ছা'আলিবী (রহঃ) বলেন, বান্দার নিজের দোষ-ত্রুটির পরিমাণ কতটুকু, তার রবের মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও অমুখাপেক্ষিতার সীমা-পরিসীমাই বা কতদূর এবং তার রব কোন কিছুর জন্য জিজ্ঞাসিত নন, অথচ তাকে প্রতি পদে পদে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে, বান্দার মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকলে আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভয় জোরালো হবে। ফলে সে তখন তার রবকে সবচেয়ে বেশী ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নিজেকে ও নিজের রবকে সবচেয়ে বেশী জাননেওয়ালাদের শ্রেণীভুক্ত হবে।

অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র মা'রেফাত (জ্ঞান) পূর্ণতা লাভ করবে তখন তা আল্লাহভীতি ও অন্তর্জালা সৃষ্টি করবে। তারপর সেই অন্তর্জালার প্রভাব সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে। ফলশ্রুতিতে মনের কামনা-বাসনা বিদূরীত হবে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে তা জ্বলে-পুড়ে যাবে। মনে দেখা দেবে ভয়-ভাবনা ও অপমানিত হওয়ার চিন্তা। আল্লাহ্‌র ভয়ে বান্দা তখন পুরো পেরেশান থাকবে এবং নিজের পরকালীন পরিণাম কী দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। তখন তার কাজ হবে শুধুই মুহাসাবা ও মুজাহাদা।

শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এবং চোখের পলক নড়াতেও তার তখন ইতস্তবোধ হবে। প্রতি পদক্ষেপ ও কথায় সে মনকে পাকড়াও করবে, কেন এটা করলে বা বললে, কিংবা কেন এটা করলে না বা বললে না?[৩৮]

২. ক্বিয়ামত দিবসে শান্তি লাভের অনুভূতি :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ব্যক্তি যখন এ অনুভূতি নিজের অন্তরে তাজা রাখবে যে, আজ এ দুনিয়াতে সে যত মেহনত করবে কাল ক্বিয়ামতে অন্যের হাতে হিসাব-কিতাব চলে যাওয়ার সময় সে বহু শান্তিতে থাকবে; কিন্তু আজ যদি সে তার জীবনের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করে তাহ'লে আগামী দিন তার জন্য হিসাব দেওয়া বড়ই কঠিন হয়ে পড়বে, তখন এ অনুভূতি তার মনের হিসাব গ্রহণে এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।[৩৯]

৩. ক্বিয়ামত দিবসে তার সামনে উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা :

ক্বিয়ামতের দিন বান্দা কী কী প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে পারে তৎসম্পর্কিত চিন্তা তার মনের হিসাব গ্রহণে তাকে তৎপর করতে পারে। তাতে করে সে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করবে, সত্যের অনুসরণ করবে, বাজে কাজে সময় ব্যয় ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ত্যাগ করবে এবং ফরয পালন, হারাম ত্যাগ, নফল-মুস্তাহাব বেশী বেশী আদায় আর মাকরূহ ও সন্দেহ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে বদ্ধপরিকর হবে। বান্দাকে তো ক্বিয়ামত দিবসে তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

বান্দাকে আল্লাহ যত নে'মত এ দুনিয়াতে দিয়েছেন তার শুকরিয়া সে যথাযথভাবে আদায় করেছে কি-না সে সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকাছুর ১০২/৮)*।

---

৩৮. তাফসীরুছ ছা'আলিবী ৪/৪১২।
৩৯. ইগাছাতুল লাহফান ১/৮০।

প্রশ্ন শুধু কাফের-ফাসেকদেরই করা হবে না, বরং সৎলোক ও রাসূলদেরও করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ‘যাতে সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যায়’ *(আহযাব ৩৩/৮)*। মুজাহিদ (রহঃ) সত্যবাদীদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন, সত্যবাদী হ’ল তারা, যারা রাসূলগণের পক্ষ থেকে প্রচারকারী ও পৌঁছানেওয়ালা।[৪০] আল্লামা সা‘দী (রহঃ) বলেন, অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা নবীদের এবং তাদের অনুসারীদের তাবলীগ বা প্রচার সংক্রান্ত এই কঠিন প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে এবং সত্য বলেছে, বিধায় তাদের তিনি জান্নাতুন নাঈম প্রদান করবেন, নাকি তারা কুফুরী করেছে বিধায় তাদের জ্বালাময় শাস্তি দিবেন?[৪১] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ‘অতঃপর আমরা যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলগণকে অবশ্যই (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করব’ *(আ‘রাফ ৭/৬)*।

ভেবে দেখুন! যেখানে রাসূল ও সত্যবাদীরা ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন সেখানে অন্যদের অবস্থা কী দাঁড়াবে!

৪. প্রতিফল বা পুরস্কার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা :

যেসব আমল করলে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে এবং জান্নাতে যাওয়া যাবে সেসব আমলকে সূরা ছফ-এ ‘তিজারত’ বা ব্যবসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘মানুষ যখন জানবে যে, এই ব্যবসার লাভ জান্নাতুল ফিরদাঊসে বসবাস ও রব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ এবং এই লোকসান হল জাহান্নামে প্রবেশ ও রাব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া। সাথে সাথে উক্ত দৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে বদ্ধমূল হবে, তখন তার জন্য আজকের জীবনের হিসাব রাখা সহজ হয়ে যাবে।[৪২]

---

৪০. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৫৬৮।
৪১. তায়সীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ৬৫৯।
৪২. ইগাছাতুল লাহফান ১/৮০।

৫. ক্বিয়ামত দিবসের স্মরণ :

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) আদী বিন আরতাতকে এক পত্রে লিখেছিলেন, হে আদী, আল্লাহকে ভয় করো এবং ক্বিয়ামত দিবসে হিসাব দেওয়ার আগে নিজে নিজের হিসাব নাও। আর স্মরণ রাখো সেই রাতকে, যে রাতের পেট চিরে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ সকাল দেখা দেবে। যেদিন ক্বিয়ামত আসবে সেদিন সূর্য নিষ্প্রভ (আলোহীন) হয়ে যাবে, আকাশ থেকে নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে এবং মানুষ দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে- এক দল যাবে জান্নাতে, আর এক দল যাবে জাহান্নামে'।[৪৩]

৬. মৃত্যুকে স্মরণ :

মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর মজলিসে এক লোক হাযির ছিল। তিনি তাকে বললেন, 'আমাদের সাথে যোহর ছালাত আদায় করুন'। লোকটি বলল, 'আমি আপনাদের সাথে যোহর ছালাত আদায় করতে পারব, কিন্তু আছর ছালাত আদায় করতে পারব না'। তখন মা'রূফ (রহঃ) বললেন, 'মনে হয় যেন আপনি আছর ছালাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করেন'! আমি লম্বা আশা পোষণ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করছি।[৪৪]

এক ব্যক্তি মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর সামনে গীবতমূলক কথা বলল। তা শুনতে পেয়ে তিনি তাকে বললেন, اذْكُرِ الْقُطْنَ إِذَا وَضَعُوهُ عَلَى عَيْنَيْكَ 'তুমি সেই তুলার কথা স্মরণ কর, (মৃত্যুকালে) যা তোমার দু'চোখের উপর রাখা হবে'।[৪৫]

অনন্তর মানুষ যখন তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে তখন তার যাবতীয় আমলের হিসাব নিজ মন থেকে নিতে পারবে এবং মনকে তার সীমার মধ্যে স্থির রাখতে পারবে।

---

৪৩. তারীখু দিমাশক ৪০/৬২।
৪৪. হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৬৩।
৪৫. ঐ, ৮/১৬৪।

কোত্থেকে আমরা আত্মসমালোচনা শুরু করব?

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রথমেই ফরয আমল দিয়ে নিজের হিসাব শুরু করবে। তাতে কোন ত্রুটি বুঝতে পারলে কাযা অথবা সংশোধনের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করবে। তারপর নিষিদ্ধ বিষয়ের হিসাব নেবে। যখন সে বুঝতে পারবে যে, সে কোন একটা নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছে তখন তওবা, ইস্তিগফার ও পাপ বিমোচক কোন পুণ্য কাজ করে তার প্রতিবিধান করবে। তারপর গাফলতির হিসাব নিবে। নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি সে গাফেল থাকে তাহ'লে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা এবং যিকির করার মাধ্যমে সে গাফলতির প্রতিবিধান করবে।

তারপর সে কী কথা বলেছে, কোথায় দু'পায়ে হেঁটে গেছে, দু'হাত দিয়ে কী ধরেছে, দু'কান দিয়ে কী শুনেছে তার হিসাব নিবে। সে ভাববে এ কাজ দ্বারা আমার কী নিয়ত ছিল? কার জন্য আমি এ কাজ করেছি? কোন পদ্ধতিতে কাজটি করেছি? জেনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক হরকত (কাজ) ও কথার জন্য দু'টো খাতা (রেজিস্টার) তৈরি করতে হবে। এক খাতায় থাকবে, কার জন্য কাজ করছি তার তালিকা; আরেক খাতায় থাকবে, কীভাবে কাজ করছি তার তালিকা। প্রথমটা ইখলাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং দ্বিতীয়টা অনুসরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।[৪৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) নফস বা মনের হিসাব গ্রহণের একটি কার্যকরী পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। তিনি কোত্থেকে মুহাসাবা শুরু করতে হবে এবং কোনটার পর কোনটা করতে হবে ধারাবাহিকভাবে তা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হ'ল।-

১. ফরযের হিসাব : শরী'আতে ফরয বিধান সমূহ প্রতিপালন হারাম সমূহের তরক থেকে উর্ধ্বে গণ্য করা হয়েছে।[৪৭] কেননা ফরয পালনই শরী'আতের আসল মাক্বছাদ বা উদ্দেশ্য। সুতরাং বান্দা ফরয দিয়ে তার নফসের হিসাব শুরু করবে। যদি তাতে কোন ঘাটতি দেখতে পায় তাহ'লে

৪৬. ইগাছাতুল লাহফান ১/৮৩।
৪৭. ইবনু রজব, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৯৬।

ফরয পুনরায় আদায় করে কিংবা বেশী বেশী নফল আদায় করে তা পূরণ করবে। হ্যাঁ, যদি দেখে যে, মূলেই ঐ ফরয শুদ্ধভাবে পালিত হয়নি তাহ'লে তা পুনর্বার আদায় করবে; আর যদি কিছুটা ত্রুটি হয়ে থাকে তাহ'লে বেশী পরিমাণ নফল আদায়ের মাধ্যমে তা পূরণ করবে।

২. হারাম ও নিষেধের হিসাব : হারাম ও নিষেধের বেলায় নফস বা মনের হিসাব করতে গিয়ে দেখবে যে, সে কোন হারাম কিংবা নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছে কি-না। তারপর যা তাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি করবে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে। উদাহরণস্বরূপ যদি সে সূদ থেকে হারাম সম্পদ উপার্জন করে তাহ'লে সূদ খাওয়া ছেড়ে দিবে এবং আসল রেখে যাদের থেকে সূদ নিয়েছে সূদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিবে। আর যদি অন্যদের অধিকার জোর করে নিয়ে থাকে তাহ'লে তাও তাদের ফেরত দিবে। কারও গীবত, লাঞ্ছনা ও অপমান করলে তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে, তাদের জন্য দো'আ করবে এবং তাদের পক্ষ থেকে দান করবে। আর যদি এমন অন্যায় করে যার বিকল্প প্রতিবিধান নেই। যেমন মদ পান করেছে কিংবা কোন মহিলার দিকে তাকিয়েছে তাহ'লে অনুশোচনা ও তওবা করবে এবং ভবিষ্যতে এমন যাতে না ঘটে সেজন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। সাথে সাথে পাপ মোচনকারী নেক কাজ বেশী বেশী করে করবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে' *(হূদ ১১/১১৪)*।

৩. তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীনতার হিসাব : সে খেয়াল করবে যে, (হারাম ছাড়াও) অসার গান-বাজনা ও খেলাধূলায় নিজেকে মত্ত রেখেছে কি-না? এমনটা নযরে এলে গাফলতিতে অতিবাহিত সময় থেকে আরও বেশী সময় ধরে যিকির, ইবাদত ও নেক কাজে মশগূল থাকবে। গাফলতির বদলা হিসাবে এটা করবে।

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব : সে নিজেকে জিজ্ঞেস করবে-আমার পা দিয়ে, আমার হাত দিয়ে, আমার কান দিয়ে, আমার চোখ দিয়ে, আমার জিহ্বা

দিয়ে আমি কী করেছি? অঙ্গগুলোর কোনটি থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে প্রতিকার হিসাবে অঙ্গগুলোকে আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজে নিয়োজিত রাখবে।

৫. নিয়তের হিসাব : (নিয়ত যাচাইও যরূরী বিষয়)। আমার এ আমল দ্বারা আমার কী ইচ্ছা? এতে আমার নিয়তই বা কী? এভাবে প্রশ্ন করে নিয়ত যাচাই করবে। কলবের হিসাব একান্ত খাছভাবে নিতে হবে। কেননা নিয়তের স্থান কলব, আর কলব হরহামেশাই বদলাতে থাকে, ফলে মুহূর্তের মধ্যেই নিয়তেরও বদল ঘটে। এই বদলানোর জন্যই কলবের নাম হয়েছে কলব।

মনকে শাস্তি প্রদান

মুমিন যখন তার নফস বা মনের হিসাব নিবে তখন দেখতে পাবে, মন কোন না কোন পাপ করেছে, কিংবা ফযীলতমূলক কাজে শিথিলতা ও অলসতা দেখিয়েছে। ফলে যা ছুটে গেছে তার প্রতিকারের জন্য মনকে শাস্তি-সাজা ও আদব শিক্ষা দেওয়া তার কর্তব্য। যাতে ভবিষ্যতে এমনটা আর না ঘটে এবং মন শায়েস্তা ও কর্মতৎপর হয়।

মনকে মুজাহাদা বা কর্মতৎপর না রাখলে, হিসাব না নিলে এবং শাস্তি না দিলে মন সোজা থাকবে না। আশ্চর্য যে, মানুষ কখনো কখনো চারিত্রিক দোষ কিংবা অন্য কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে নিজ পরিবারের সদস্য ও চাকর-বাকরদের শাস্তি দেয়, কিন্তু সে নিজে কোন মন্দ কাজ করলে নিজেকে শাস্তি দেয় না। অথচ নিজেকে শাস্তি দেওয়াই উত্তম ও সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ। কখনো কখনো শাস্তির নামে উপেক্ষা ও ছাড় দিতে দেখা যায়। তবে নিজেকে শাস্তি দানের মূল লক্ষ্য নিজের মনকে আল্লাহ্র অনুগত রাখা এবং আগে করা হয়নি এমন সব ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। মনকে শাস্তি দানের পূর্বসূরীদের পদ্ধতি এমনই ছিল। এখানে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হ'ল :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর একবার আছর ছালাতের জামা'আত ছুটে গিয়েছিল। সেজন্য নিজেকে শাস্তি স্বরূপ তিনি এক খণ্ড জমি দান করে দেন। যার মূল্য ছিল দুই লক্ষ দিরহাম![৪৮]

---

৪৮. 'উমদাতুল ক্বারী, ১২/১৭৩।

ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কোন ছালাতের জামা'আত ছুটে গেলে সেদিন তিনি পুরো রাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন!![৪৯]

একবার ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মাগরিবের ছালাত আদায়ে এতটুকু বিলম্ব হয়েছিল যে, সন্ধ্যাকাশে দু'টো তারা নযরে আসছিল। তাতেই তিনি দু'জন গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন, যদিও মাগরিব ছালাতের ওয়াক্ত তখনও শেষ হয়নি!![৫০]

ইবনু আবী রবী'আ (রহঃ)-এর একবার ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছুটে গিয়েছিল। সেই দুঃখে তিনি একটি গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন!![৫১]

ইবনু আওন (রহঃ)-কে তার মা ডাক দিলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তার কণ্ঠস্বর মায়ের কণ্ঠস্বর থেকে একটু উঁচু হয়ে গিয়েছিল। তাতেই তিনি দু'দু'জন গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন!![৫২]

সুতরাং পূর্বসূরীরা নিজেকে শাস্তিদান বলতে মনকে নেক কাজে লাগানো এবং যিকির-আযকার ও দো'আ-ওযীফায় মশগূল রাখা বুঝতেন। যে সকল হাদীছে অল্প আমলে অনেক ছওয়াবের উল্লেখ আছে সেগুলো নিয়ে গভীর অনুধাবন ও আমল করাও নফসকে শাস্তিদানে সহায়ক।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ- 'যে ব্যক্তি (রাত জেগে ছালাতে) দশটি আয়াত পড়বে তার নাম গাফিল-অলসদের তালিকায় লেখা হবে না। আর যে (রাত জেগে ছালাতে) একশ' আয়াত পড়বে তার নাম 'কানিতুন' বা অনুগতদের তালিকায় লেখা হবে। আর যে (রাত জেগে ছালাতে) এক হাযার আয়াত পড়বে তাকে 'মুকানতারুন' বা প্রাচুর্যময়দের তালিকাভুক্ত করা হবে'।[৫৩]

৪৯. গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৪০৮।
৫০. ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ, ৪/২১০।
৫১. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৪০৮।
৫২. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৩৯।
৫৩. আবুদাঊদ হা/১৩৯৮, আলবানী, সনদ ছহীহ।

কোন মুসলমান এই হাদীছ ও এ ধরনের অন্যান্য হাদীছ মনোযোগসহ লক্ষ্য করলে তার জীবনের অনেক মুহূর্ত যে অহেতুক ব্যয় হয়ে গেছে এবং শুধুই নিজ দেহকে আরাম দেওয়ার জন্য যে কত ছওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে সে অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়বে এবং এ ধরনের অল্প আমল কিন্তু অধিক ছওয়াবপূর্ণ কাজে নিজেকে সাগ্রহে নিয়োজিত করে তুলবে।

অতীতের মুজতাহিদ ও সাধকগণ আল্লাহ্র পথে কী পরিমাণ সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার ইতিহাস এবং পূর্বসূরীদের জীবনপথের নানা ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেও নিজের নফস বা মনকে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী এবং মুস্তাহাব ও নফল আমলে নিয়োজিত করে শাস্তিদানের ইচ্ছা জাগবে। যদিও আজকের যুগে তাদের মত সাধক মানুষের উদাহরণ মেলা ভার।

কাসেম বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'আমার সকালে হাঁটা-হাটির অভ্যাস ছিল। আর হাঁটতে বের হ'লেই আমি প্রথমে (আমার ফুফু) আয়েশা (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। একদিন আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তিনি ছালাতুয যুহা বা চাশতের ছালাত আদায় করছেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত বারবার পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে দো'আ করছেন –فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন' *(তূর ৫২/২৭)*।

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে এল, কিন্তু তিনি তা পুনরাবৃত্তি করেই চলেছিলেন। এমন অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম, বাজারে আমার একটু প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন সেরে না হয় আবার আসব। বাজার থেকে আমার কাজ সেরে বেশ কিছুক্ষণ পর আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি আগের মতই একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করছেন, আর কেঁদে কেঁদে দো'আ করছেন।[৫৪]

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, 'তিনটি জিনিস না থাকলে আমি এক দিনের জন্যও বেঁচে থাকতে পসন্দ করতাম না। এক. দুপুর রোদে আল্লাহ্র জন্য

৫৪. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩১।

পিপাসিত হওয়া (আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার ও জিহাদের উদ্দেশ্যে মরুভূমির উত্তাপ সহ্য করা এবং তৃষ্ণার্ত হওয়ার মজা)। দুই. মধ্যরাতে সিজদাবনত হওয়া (তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় ও তাতে কুরআন পড়ার মজা)। তিন. সেসব লোকের সঙ্গে ওঠা-বসার সুযোগ, যারা উৎকৃষ্ট ফল বেছে বেছে সংগ্রহের মতো বেছে বেছে ভালো ভালো কথা সংগ্রহ করে।[৫৫]

তাবেঈ মাসরূক (রহঃ)-এর স্ত্রী বলেন, মাসরূক এত দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায় করতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকার দরুন বেশীর ভাগ সময় তার পা দু'টো ফুলে থাকত। আল্লাহ্‌র কসম! তার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ আমি অনেক সময় তার পেছনে বসে কাঁদতাম।[৫৬]

রবী (রহঃ) (আল্লাহ্‌র ভয়ে) এত বেশী কাঁদতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন যে, তার মা ছেলের জীবন নাশের আশঙ্কা করতেন। একদিন তিনি তাকে বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! তোমার হাতে কেউ হয়তো নিহত হয়েছে? রবী (রহঃ) বললেন, হ্যাঁ মা, হয়তো তা হবে! মা বললেন, বৎস আমার, বলো তো, এই নিহত লোকটা কে হ'তে পারে, যার হত্যাকারীকে তার পরিবারের কাছে নিয়ে গেলে তারা হত্যাকারীর অবস্থা দেখে তাকে ক্ষমা করে দিবে? আল্লাহ্‌র কসম! নিহতের পরিবার যদি তোমার এত কান্নাকাটি ও রাত জাগার কথা জানতে পারে তাহ'লে তাদের মনে তোমার প্রতি অবশ্য করুণা জাগবে। তখন রবী (রহঃ) বুঝতে পেরে বললেন, هي نفسي 'সেই নিহত লোকটা হ'ল আমার নফস বা মন'। (অর্থাৎ তিনি তার নফসকে কান্না ও রাত জাগার কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছেন)।[৫৭]

মনকে শাস্তি প্রদানের সীমা :

একজন মুসলিমের নিজ মনকে এমনভাবে পরিচালনা করা কর্তব্য, যাতে আখিরাতে সে নাজাত পেতে পারে। এজন্য সে মনের সঙ্গে সংগ্রাম (মুজাহাদা) করবে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভাল কাজে লাগাবে। যখন সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন তার সাথে সদাচার (মুদারাত) করবে এবং

৫৫. ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্‌দ, পৃ. ২৭৭; তারীখু দিমাশক ৪৭/১৫৯।
৫৬. ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্‌দ, পৃ. ৯৫; তারীখু দিমাশক ৫৭/৪২৬।
৫৭. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্‌দ পৃ. ৩৪০; হিলয়াতুল আওলিয়া ২/১১৪।

কষ্ট দেওয়া বন্ধ রাখবে। এভাবে সংগ্রাম ও সদাচারের মধ্য দিয়ে না চললে মন ঠিক থাকবে না।

যখন দেখবে, মন বেশ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে আছে তখন তাকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ ও তাঁকে ভয় করতে বলবে। আবার যখন দেখবে, মন বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন তার মাঝে আল্লাহ্‌র নিকটে ভাল ফল লাভের আশা জাগাবে। এভাবেই মনের পরিচালনা ও পরিচর্যা করতে হবে।

অনেক সময় মনোলোভা কিছু বিষয় মনের সামনে তুলে ধরবে। তাকে বুঝাবে যে, তুমি এটা করলে এ পুরস্কার পাবে। তখন তার জন্য অনেক সৎকাজ করা সহজ হয়ে যাবে। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, একবার আমার পাশ দিয়ে দু'জন কুলি একটা গাছের ভারী গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা গান গাচ্ছিল আর পথ চলছিল।[৫৮] দু'জনের একজন অন্যজন কী বলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, অতঃপর তার কথার পুনরাবৃত্তি করছিল অথবা তার মতো কিছু একটা বলছিল। প্রথমজনও আবার দ্বিতীয় জনের কথা খেয়াল করছিল। আমি ভেবে দেখলাম, তারা দু'জন যদি এভাবে গান না গাইত তাহ'লে তাদের কষ্ট বেড়ে যেত এবং গাছের গুঁড়ি বহন দুষ্কর হয়ে পড়ত। কিন্তু এখন যেই তারা গান গাইছে অমনি তাদের জন্য বোঝা বহন সোজা হয়ে আসছে। কেন তা সহজ হচ্ছে, আমি তার কারণও ভেবে দেখলাম। বুঝতে পারলাম, প্রত্যেকের মনোসংযোগ অন্যে কী বলছে তার প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছে। আবার নিজেও অনুরূপ জবাব দানের চেষ্টা করছে। এভাবেই তাদের পথ কেটে যাচ্ছে; গুঁড়ি বহনের কথা মনেই আসছে না।

এখান থেকে আমি একটা আজব শিক্ষা পেলাম। আমি খেয়াল করলাম, মানুষকেও তো অনেক কঠিন কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব, মন যা ভালবাসে তা থেকে তাকে বিরত রাখা এবং যা ভালবাসে না তা করতে তাকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে মনকে বাগে আনা এবং তাকে এ অবস্থায় ধৈর্য ধরানোর সাধনা। আমি বুঝতে পারলাম, ধৈর্যের সাধনায় মনকে পাকাপোক্ত করতে হ'লে তাকে সান্ত্বনা যোগানো ও তার সঙ্গে মজা করার মতো কিছু একটা করতে হবে।[৫৯]

---

৫৮. এ ছিল এক ধরনের বোল, যা কুলিরা সমস্বরে বলে, যাতে বোঝা বহনের কথা ভুলে থাকা ও পথ চলা সহজ হয়।- অনুবাদক।

৫৯. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বির, পৃ. ৭১।

নেককারদের জীবনে আত্মসমালোচনার কিছু নমুনা

১. আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) :

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার পিতা শপথ করে বললেন, 'মানবকুলে আমার নিকট ওমর থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই'। তারপর তিনি কথাটি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে বললেন, 'বেটি, বলতো কথাটা আমি কিভাবে কি বলেছি'? তিনি বললেন, আপনি বলেছেন, 'মানবকুলে আমার নিকট ওমর থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই'। তিনি বললেন, 'অধিক সম্মানিত'।[৬০]

দেখুন! কীভাবে তিনি একটা শব্দ বলার পর নিজের মনে তা নিয়ে চিন্তা করলেন এবং অন্য শব্দ দিয়ে তা বদলে দিলেন! কেননা তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'অধিক প্রিয়' স্থলে 'অধিক সম্মানিত'-ই বেশী সূক্ষ্ম এবং বেশী যথার্থ।

২. ওমর ফারূক (রাঃ) :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সংগে বাইরে বের হ'লাম। চলতে চলতে তিনি একটা বাগানে ঢুকে গেলেন। তাঁর আর আমার মাঝে তখন একটা দেয়ালের ব্যবধান। তিনি বাগানের ভেতরে। আর আমি (বাইরে থেকে) তাঁকে বলতে শুনলাম, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব! আমীরুল মুমিনীন! সাবাস!! সাবাস!! আল্লাহ্র কসম, হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, নয়তো আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিবেন।[৬১]

তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' নামে আখ্যায়িত করে নিজেকে বুঝিয়েছেন যে, এসব উপাধি আল্লাহ্র সামনে তাঁর কোনই উপকারে আসবে না।

---

৬০. তারীখু দিমাশক ৪৪/২৪৭।
৬১. মুওয়াত্ত্বা মালিক, হা/১৮০০।

৩. আমর ইবনুল আছ (রাঃ) :

ইবনু শিমাসা আল-মাহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর বিন আছ (রাঃ)-এর মৃত্যুকালে আমরা তাঁর কাছে হাযির ছিলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। তখন তাঁর ছেলে বলতে লাগলেন, আব্বা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গ লাভের পরও কি এ চিন্তা! আব্বা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গ লাভের পরও কি এ চিন্তা!!

তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমরা যা সবচেয়ে উত্তম গণ্য করি তা হ'ল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল)-এর সাক্ষ্য দান। আমার জীবনের তিনটি পর্যায় আমি অতিবাহিত করেছি। একসময় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার থেকে অধিক ঘৃণাকারী দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সেসময় তাঁকে বাগে পেলে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার মনে স্বস্তি মিলত না। ঐ অবস্থায় মারা গেলে আমি হ'তাম জাহান্নামী।

তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ পয়দা করলেন তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার নিকট বায়'আত করব (আনুগত্যের শপথ করব)'। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করে দিলেন, কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, 'আমর, তোমার কী হ'ল'? আমি বললাম, 'আমি একটা শর্ত করতে চাই'। তিনি বললেন, 'কী শর্ত'? আমি বললাম, 'আমাকে যেন মাফ' করে দেওয়া হয়। তিনি বললেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ 'তুমি কি জান না যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হিজরত তার পূর্বেকার সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হজ্জ তার পূর্বেকার সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়?'।

এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (আমার অন্তরে) অধিক প্রিয় এবং আমার চোখে অধিক মর্যাদাশালী দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আমার চোখে এতটাই ভরপুর হয়ে ধরা দিত যে, তাঁকে

দু'চোখ ভরে দেখার সামর্থ্য আমার হ'ত না। আমাকে যদি তাঁর দৈহিক রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে আমি তা বলতে পারব না। কারণ আমি তাঁকে দু'চোখ ভরে দেখতে পারিনি। ঐ অবস্থায় মারা গেলে আমার জান্নাতবাসী হওয়ার আশা ছিল। তারপর আমি অনেক রকমের দায়িত্বে জড়িয়ে পড়েছি। জানি না তাতে আমার অবস্থা কী দাঁড়াবে।

অবশ্য আমি যখন মারা যাব তখন যেন আমার সাথে কোন মাতমকারিণী না যায়, আর না কোন আগুন সাথে নেওয়া হয়। তারপর যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে (মাটির নীচে রাখবে), তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে। পরিশেষে তোমরা একটা উট যবেহ করে তার গোশত বিতরণ পর্যন্ত যে সময় লাগে সেই পরিমাণ সময় আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যাতে করে আমি তোমাদের বিচ্ছেদকে মানিয়ে নিতে পারি এবং আমার রবের দূতদের সঙ্গে আমি কী কথোপকথন করতে পারব তা ভাবতে পারি'।[৬২]

৪. হানযালা আল-উসায়দী (রাঃ) :

হানযালা আল-উসায়দী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন অহী লেখক। তিনি বলেন, একবার আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বললেন, হানযালা, কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আরে তুমি বলছ কি? আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থাকি আর তিনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা সরাসরি তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মজলিস থেকে চলে এসে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির সাথে মিশি এবং পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমারও তো এমন অবস্থা হয়। তখন আবুবকর (রাঃ) ও আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কীভাবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যখন আপনার

---

৬২. মুসলিম হা/১২১।

নিকটে থাকি আর আপনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা সরাসরি তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন আপনার নিকট থেকে চলে এসে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির সাথে মিশি এবং পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ‘যার হাতে আমার জীবন তার কসম! তোমরা আমার নিকট যে অবস্থায় থাক সে অবস্থা যদি সদাসর্বদা বজায় রাখতে পারতে এবং যিকিরে মশগূল থাকতে পারতে তাহ’লে ফেরেশতারা ঘরে-বাইরে তোমাদের সাথে মুছাফাহা বা করমর্দন করত। কিন্তু হে হানযালা! সময় সময় অবস্থার হেরফের হয়’। একথা তিনি তিনবার বললেন’।[৬৩]

৫. আলী বিন হুসাইন (রাঃ) :

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, আমি যায়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন (রহঃ)-কে তার নিজের নফসের হিসাব নিতে এবং স্বীয় রবের নিকট মুনাজাত করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আমার মন! আর কত দিন তুমি দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে থাকবে? কত কাল তোমার ঝোঁক দুনিয়া আবাদের দিকে থাকবে? তুমি কি তোমার বিগত পূর্বপুরুষদের থেকে; যমীনের কোলে আশ্রয় নেওয়া তোমার মহব্বতের লোকদের থেকে; অন্তরে ব্যথা জাগানিয়া ভাইদের থেকে এবং তোমার দুর্বলদেহী বন্ধুদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না? কালের কুটিল চক্রের আবর্তে কত কিই না ধ্বংস হয়ে গেছে! কত ধরনের মানুষের সাথে তুমি ওঠাবসা করেছ এবং কতজনকে তুমি কবরের মাঝে বিদায় জানিয়েছ! যমীন তাদের সব কিছু পাল্টে দিয়েছে এবং মাটির তলে অদৃশ্য করে দিয়েছে!

আর কতকাল তুমি দুনিয়ার পানে ছুটবে? কতকাল দুনিয়ার খাহেশে মজে থাকবে? একদিকে বার্ধক্য তোমাকে পেয়ে বসেছে। সতর্ককারী তোমার

৬৩. মুসলিম হা/২৭৫০।

দ্বারে পৌঁছে গেছে। অন্যদিকে তুমি জীবনের লক্ষ্য ভুলে বসে আছ এবং ঘুমঘোরে অচেতন পড়ে আছ। অতীত জাতি ও বিলুপ্ত রাজ্যসমূহের কথা একবার চিন্তা করো। কালচক্র কিভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মৃত্যু কিভাবে তাদের পাকড়াও করেছে? দুনিয়া থেকে তাদের সকল চিহ্ন মুছে গেছে। এখন তাদের বাড়িঘর ও স্মৃতিগুলো শুধুই ইতিহাস হয়ে আছে। কত শক্তিধর রাজা-বাদশাহ, সৈন্যসামন্ত ও পাত্রমিত্র এই দুনিয়াতে ছিল। দুনিয়াতে তারা কত ক্ষমতার মালিক হয়েছিল। তাদের জাগতিক ইচ্ছাগুলো তারা অকপটে পূরণ করেছিল। বহু প্রাসাদ ও মিলনায়তন তারা বানিয়েছিল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ জমা করেছিল। একদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অমোঘ হুকুম এসে সব তছনছ করে দিল। তার অপ্রতিরোধ্য ফায়ছালা (মৃত্যু) তাদের আঙিনায় হানা দিল। রাজাধিরাজ, প্রবল প্রতাপান্বিত, বড়াইকারী ও পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে বলদর্পী স্বৈরাচারীদের মূলোৎপাটনকারী এবং অহংকারীদের বিনাশকারী।

সুতরাং দুনিয়া ও তার চক্রান্ত থেকে সাবধান!! দুনিয়া তোমার জন্য কত ফাঁদ পেতেছে! তোমাকে ভুলাতে কত সাজগোজ করেছে! তোমাকে ধরতে কত রূপ-রস যাহির করেছে! এসব থেকে সাবধান!! জলদী করো, জলদী করো, নিজেকে বাঁচাও। দুনিয়া নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার স্থায়িত্বের কোনই আশা নেই জেনেও কি কোন বুদ্ধিমান মানুষ তার প্রতি লোভী হ'তে পারে? নাকি কোন অভিজ্ঞজন তাতে খুশী হ'তে পারে?

যে রাতে দস্যু-তস্করের আক্রমণের ভয় করে তার দু'চোখ কিভাবে নিদ্রা যায়? যে মৃত্যুর তোয়াক্কা করে তার মন কিভাবে আরামে থাকে? দুনিয়াতে কত চিত্তাকর্ষক জিনিসই না রয়েছে। তা পেতেও কত শ্রম ব্যয় করতে হয়। কত রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। তারপরও যে দুনিয়াদার মানুষ তার মজা লাভ করতে পারবে বা তার চাকচিক্য উপভোগ করতে পারবে, তেমনটা আশা করা যায় না।

কত যে অটুট স্বাস্থ্যধারী বর্ষীয়ান মানুষ দুনিয়ার ধোঁকায় পতিত হয়েছে! তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া কতজনকে যে সে তার কুস্তির প্যাঁচে কুপোকাত করেছে! দুনিয়ার ধোঁকা থেকে সে আর উদ্ধার পায়নি।

কুপোকাত অবস্থা থেকেও দুনিয়া তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি। দুনিয়ার মোহকেন্দ্রিক তার ব্যথা-বেদনা ও রোগ-ব্যাধির সবই রয়ে গেছে। কোনটা থেকেই তার আরোগ্য ও নিষ্কৃতি মেলেনি।

সুতরাং হে মন! তুমি তোমার আখিরাত দিয়ে আর কত তোমার দুনিয়াকে তালি দিবে এবং তোমার খেয়াল-খুশীর রঙিন ঘোড়া দাবড়াবে? আমি দেখছি, তুমি একজন দুর্বল চিত্তের মানুষ। হে দ্বীনের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারী! তোমাকে কি এ আদেশ দিয়েছেন দয়াময় রহমান? নাকি এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আল-কুরআন?[৬৪]

৬. আল-হারিছ মুহাসিবী (রহঃ) :

হারিছ মুহাসিবী (রহঃ) ছিলেন সংসারে অনাসক্ত একজন সাধক ও দরবেশ মানুষ। তিনি অতিমাত্রায় তার মনের হিসাব নিতেন বলে তার নাম হয়ে যায় 'মুহাসিবী' বা হিসাব গ্রহণকারী। আল্লামা সাম'আনী (রহঃ) বলেন, মুহাসিবীকে এ নামে আখ্যায়িত করার কারণ তিনি রীতিমতো তার মনের হিসাব রাখতেন।[৬৫]

৭. ইবনুল জাওযী (রহঃ) :

ইবনুল জাওযী (রহঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, একদিন আমি একজন অনুসন্ধানী গবেষকের ভঙ্গিতে আমার নফসকে নিয়ে চিন্তা করলাম। ফলে (আল্লাহ্‌র দরবারে) তার হিসাব হওয়ার আগে আমি নিজে তার হিসাব নিলাম এবং (আল্লাহ্‌র দরবারে) তার ওযন হওয়ার আগে আমি তাকে ওযন করলাম। আমি দেখলাম, সেই শৈশব থেকে আজ অবধি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমার উপর একের পর এক হয়ে চলেছে। আমার মন্দ কার্যাবলী তিনি গোপন রেখেছেন এবং যে ক্ষেত্রে (দুনিয়াতেই) শাস্তি দেওয়া আবশ্যক ছিল সেক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ সেজন্য একটু মৌখিক শুকরিয়া ছাড়া আমি আর কিছুই করিনি।

---

৬৪. তারীখু দিমাশক ৪১/৪০৪-৪০৮।
৬৫. ইমাম নববী, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃ. ১১৭।

আমি পাপগুলো নিয়ে ভেবে দেখলাম যে, তার কয়েকটার জন্যও যদি আমাকে শাস্তি দেওয়া হ'ত তবে দ্রুতই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। যদি মানুষের সামনে তার কিছু প্রকাশ পেত তবে আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে যেতাম। এসব কবীরা গুনাহের কথা শুনে একজন বিশ্বাস পোষণকারী আমার বেলায়ও ঠিক তাই বিশ্বাস করত যা ফাসেক-ফাজেরদের বেলায় বিশ্বাস করা হয়। (অর্থাৎ আমাকেও একজন পাপাচারী ফাসেক ঠাওরানো হ'ত।) বরং আমার বেলায় তা আরও কদর্য বিবেচনা করা হ'ত, আর আমি (আত্মপক্ষ সমর্থনে) তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করতাম। এরপর আমি এই বলে দো'আ করি যে, 'হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার খাতিরে এবং আমার গুনাহের উপর তোমার গোপনীয়তার আচ্ছাদনের বদৌলতে তুমি আমাকে মাফ করে দাও'। তারপর আমি আমার নফসকে আল্লাহ্র এত বড় ও বেশী অনুগ্রহের জন্য তার শুকরিয়া আদায় করতে আহ্বান জানালাম। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যেমন শুকরিয়া আদায় করা উচিত ছিল তেমনটা হ'ল না। ফলে আমি আমার ক্রটি-বিচ্যুতি ও গুনাহ-খাতার জন্য মাতম করতে শুরু করি এবং বড়দের আসন লাভের প্রত্যাশা করতে থাকি। কিন্তু আমার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেল, অথচ সে প্রত্যাশা পূরণ হ'ল না।[৬৬]

শেষ কথা

ব্যক্তির উচিত, প্রত্যহ একটা সময় নির্ধারণ করতঃ সে সময়ে নিজের মনকে তলব করা এবং তার নিকট থেকে তার সকল নড়াচড়া, ওঠাবসা, কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার হিসাব নেওয়া। যেমন করে দুনিয়ার ব্যবসায়ীরা অংশীদারী কারবারে তাদের পাওনার কিছুমাত্র যেন বাদ না যায় সেজন্য তন্নতন্ন করে হিসাব করে। আসলে ব্যক্তির গুনাহ অসংখ্য। তাই মানুষের জন্য সেদিন আসার আগেই প্রতিদিন নিজের হিসাব নেওয়া ভাল, যেদিন তার সারা জীবনের হিসাব একবারে নেওয়া হবে।

এক লোক নিয়মিত মুহাসাবা করত। একদিন সে তার জীবনে কত বছর, কত দিন গুজরে গেছে তা হিসাব করল। সে দেখল,

---

৬৬. ছায়দুল খাত্বির, পৃ. ৪৭১।

বছরের হিসাবে তার জীবন থেকে ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। তারপর দেখল, ষাট বছরে দিনের সংখ্যা দাঁড়ায় একুশ হাযার পাঁচশত দিন। তখন সে একটা চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। হুঁশ ফিরে এলে সে বলল, হায় আফসোস! আমি আমার মালিকের হুযুরে একুশ হাযার পাঁচশত গুনাহ নিয়ে হাযির হব! তাও তো প্রতিদিন একটা গুনাহ হ'লে!! আর গুনাহের সংখ্যা অসংখ্য, অগণিত হ'লে তখন অবস্থা কেমন দাঁড়াবে!! তারপর সে বলল, আহ! আমি আমার দুনিয়া আবাদ করেছি, আমার আখিরাত বিরান করেছি, আর আমার মাওলার নাফরমানী করেছি! এখন আমি আবাদী ভূমি দুনিয়া ছেড়ে বিরান ভূমি আখিরাতে যেতে ইচ্ছুক নই! আর কিভাবেই বা আমি বিনা আমলে ও বিনা ছওয়াবে হিসাব-কিতাব ও আযাব-গযবের জগতে পা রাখব? তারপর সে খুব জোরে একটা চিৎকার দিয়ে চুপ হয়ে গেল। লোকেরা তখন তার দেহ নাড়া দিয়ে দেখল তার প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে।[৬৭]

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের এবং আপনাদের মনের পরিশুদ্ধির জন্য দো'আ করি। আর সেই সঙ্গে আল্লাহ ছালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর- আমীন!

****

---

৬৭. ইবনুল খার্রাত্ব, আল-'আকিবাতু ফী যিকরিল মওত, পৃ. ৩১।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

Contents

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা (৪০/=) **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনার গুরুত্ব ও পদ্ধতি (২৫=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প-১ (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** দেওয়ালপত্র সমূহ, মোট ৪টি : **(ক)** হে মানুষ আলাহকে ভয় কর! (জীবনের সফরসূচী) (৫০/=)।। **(খ)** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **(গ)** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **(ঘ)** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **৪.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৫.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৬.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৭.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **৮.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১০.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১২.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **১৩.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **১৪.** এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ মোট ১৬টি।